শ্রীশ্রীদুর্গা।

জয়তি।

তারাতত্ত্ব বিলাষিণী।

আন্দুল নিবাসী প্রশংসিত শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ
মিত্র মহাশয় পরমানন্দে স্বচ্ছন্দে পয়ারাদি
নানা ছন্দে তারাতত্ত্ব বিলাসিনী নামক
গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ইদানীং

কলিকাতা ভাস্কর যন্ত্রে উক্ত গ্রন্থ তদাদিতদপ্য
মুদ্রাঙ্কিত হইল।

বঙ্গাব্দাঃ ১২৬৪। আন্দুল রাজাব্দাঃ ৯[illegible]।
আষাঢ়স্য পঞ্চবিংশ বাসরে।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

জয়তি।

অথ গণেশ সরস্বতী বন্দনা।

ত্রিপদী।

নমো বিঘ্ন বিনাশন, এক দন্ত গজানন,
মূষিক বাহন গণপতি।
পূজি তব শ্রীচরণ, কর বিঘ্ন বিনাশন,
দয়া কর নিজদাস প্রতি॥
তরুণ অরুণ যেন, তব তনু সুশোভন,
গিরিবর তনয়া তনয়।
যেভাবে ভক্তিবৈভবে, তার কি অভাব ভবে,
ভব ভয় চয় লয় হয়॥
গণনাথ সনাতন, সর্ব্ব সিদ্ধি বিধায়ণ,
জগত কারণ লম্বোদর।
সর্ব্ব অগ্রে তব পূজা, তুমি দেবগণ রাজা,
চতুর্ভুজে অতি শোভাকর॥

নমো নমো নারায়ণি, তুমি বাণী কাত্যায়নী,
বেদ প্রকাশিনী বেদ মাতা।
যেকরে তোমার ধ্যান, তারি কণ্ঠে অধিষ্ঠান,
হয় তব জগত প্রসূতা॥
শ্বেত বস্ত্র পরিধানা, শ্বেত পদ্ম আরোহণা,
সারাৎসারা তুমি সরস্বতী।
আমি অতি মূঢ় মতি, কি জানি তোমার স্তুতি,
জ্ঞান হীন জনে দেহি গতি॥
বীণাযন্ত্র বিধারিণী, মস্যাধার সুলেখনী,
ধৃতকরা অভয় বরদা।
অজ্ঞানেরে জ্ঞানাঞ্জন, দান কর শুভাঞ্জন,
সার দেহি অগারে শারদা॥
সাবিত্রী গায়ত্রী তুমি, কি জানি মহিমা আমি,
মম কণ্ঠে কর অধিষ্ঠান।
এই বাঞ্ছা নারায়ণি, তারাতত্ত্ব বিলাসিনী,
প্রকাশিব কিন্তু নাহি জ্ঞান॥
যদি হয় তবদয়া, আর পাই পদছায়া,
অনায়াসে করিব রচন।
অমল কোমল শব্দ, এ দাসে হইবে লব্ধ,
তবে হব সিদ্ধ প্রয়োজন!

বাসনা করি মানসে, না দোষে কেহ সাহসে,
শ্রবণে পরম সুখ হয়।
দয়া কর দয়াময়ি, অজ্ঞান অধমে ময়ি,
দেহি দীনে চরণ আশ্রয়॥
গণপতি সরস্বতী, উপাস্য নর প্রকৃতি,
উভয় বন্দনা বিরচন।
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র কৃত, জীবগণ পর হিত,
সুমঙ্গল করিলে শ্রবণ॥

অথ সুরথ সমাধি উপাখ্যান।

পয়ার।

অষ্টম মন্থর কথা সৰ্ব্ব মনোরমা।
শ্রবণে কলুষনাশে অতি অনুপমা॥
মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রী জৈমিনি শ্রবণাভিলাষে।
গমন করিলা ঋষি মার্কণ্ড সকাশে॥
জৈমিনিরে জিজ্ঞাসিলা মার্কণ্ডেয় মুনি।
কি হেতু আইলে মম আলয়ে আপনি॥
অমনি বলিলা মুনি শুন বিবরণ।
যেইহেতু তবালয়ে মম আগমন॥

মনু কথা শ্রবণে কলুষ রাশি হরে।
আসিলাম আমি তাই শুনিবার তরে॥
মার্কণ্ডেয় বলিলেন শুন তপোধন।
বলি এক উপদেশ যুক্ত কর মন॥
মম স্থানে কৌষিকী শুনিলা যেই কালে।
সে সময়ে চারি পক্ষী ছিল বৃক্ষ ডালে॥
সে পক্ষী সামান্য নহে অমর নন্দন।
মুনি শাপে তাহাদের ক্ষিতি দর শন॥
বপুধা দৈবজ্ঞ সুত পূর্ব্ব জন্ম পাপে।
চারি জনে পক্ষী যোনি পায় ব্রহ্মশাপে॥
বিন্ধ্যগিরিবরে সেই বিহঙ্গ ভবন।
আমার আদেশে তথা করহ গমন॥
শুনিবে পুরাণ কথা সুরথ চরিত্র।
অনায়াসে পাবে সুখ হইবে পবিত্র॥
শুনিয়া সে তপোধন মার্কণ্ডেয় কথা।
দ্রুতগতি উপস্থিত পক্ষিগণ যথা॥
বিন্ধ্যাচলে আগত জৈমিনি তপোধন।
হরষিত মুনীন্দ্র হেরিয়া পক্ষিগণ॥
ঋষি দেখি অষ্টাঙ্গে করিল সবে নতি।
সাদর জঙ্গম তার পর্ব্বত বসতি॥

পক্ষিগণ কহে শুন তপস্বি শার্দ্দুল।
আমাদের প্রতি অদ্য বিধি অনুকূল॥
কত পুণ্য করিয়াছি জন্ম জন্মান্তরে।
পাইলাম তব দেখা অরণ্য ভিতরে॥
সর্ব্ব পাপ বিমোচন তব দরশনে।
হইল মানস পূর্ণ বুঝি এত ক্ষণে॥
অরণ্যে বসতি করি পক্ষি চতুষ্টয়।
কি হেতু আইলা মুনি অধম আলয়॥
জৈমিনি বলিলা পক্ষি করি নিবেদন।
যেই হেতু আইলাম তব নিকেতন॥
অষ্টম মনুর কথা শ্রুতি নিবন্ধনে।
করিয়াছিলাম গতি মার্কণ্ড সদনে॥
মার্কণ্ড কহিলা মম নাহি অবসর।
সত্বরে গমন কর যথা পক্ষিবর॥
সামান্য বিহঙ্গ নহে তাঁরা জাতিস্মর।
শুনাবে পুরাণ কথা অতি মনোহর॥
সেই হেতু আইলাম তোমাদের কাছে।
শুনিব সুরথ কথা অভিলাষ আছে॥
পক্ষী বলে হেন কথা কহ তপোধন।
তোমারে কহিব মোরা পুরাণ কথন॥

অসম্ভব বাক্য কেন কহ তপোনিধি।
আমরা পুরাণ কব নাহি হেন বিধি॥
শাস্ত্রীয় সঙ্গত নহে লোকে উপহাস।
কি প্রকারে পূরাইব তব অভিলাষ॥
মুনি বলিলেন পক্ষি কহিতে হইবে।
মৃকণ্ডু নন্দন বাক্য অন্যথা নহিবে॥
পক্ষী বলে আজ্ঞা রক্ষা করি তপোধন।
বলি শুন মার্কণ্ডেয় কথিত কথন॥
ষষ্টক সংবাদ বাক্য পুরাণের সার।
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ভাষে রচিয়া পয়ার॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

বিহঙ্গ প্রসঙ্গ কয়, শুন মুনি মহাশয়,
অষ্টম মনুর বিবরণ।
মার্কণ্ড কহিলা যথা, কৌষিকী শুনিলা তথা,
সেই কথা করহ শ্রবণ॥
সূর্য্যসুত নামে খ্যাত, ছায়ানারী কুক্ষি জাত,
তাঁহার অষ্টম মনুনাম।
কহি তাঁর বিবরণ, শুন তাহা তপোধন,
সিদ্ধ হবে তব মনস্কাম॥

মহামায়া কৃপা বলে, সুরথ ধরণী তলে,
দ্বিতীয়াখ্য মন্বন্তর পতি।
সূর্য্য পুত্র তাহে হন, ক্ষিতি তলে খ্যাত জন,
ইষ্টনিষ্ঠ শিষ্টশাস্ত্র মতি॥
শিষ্টগণ রক্ষাকর্ত্তা, দুষ্ট দল প্রাণ হর্ত্তা,
ভুজ বলে জিনিয়া ব্রহ্মাণ্ড।
দণ্ডে দণ্ডে দিয়া দণ্ড, পাষণ্ডেরে যমদণ্ড,
মহাবল প্রতাপ প্রচণ্ড॥
গুণে তুল্য বৃহস্পতি, রণে যেন সুরপতি,
ধর্ম্মেতে তৎপর মহাবীর।
সূর্য্য তুল্য মহাতেজা, পুত্রতুল্য পাল্যপ্রজা,
রূপে যেন অনঙ্গ শরীর॥
ধনে জিত ধনপতি, ক্ষমায় জিনিয়া ক্ষিতি,
দীনবন্ধু দরিদ্র পালক।
বচনে অতি মাধুর্য্য, রাজ্য কার্য্যে কৃতকার্য্য,
অতি সুখে ছিল প্রজালোক॥
কোলা বিধ্বংসনকারী, নৃপকুল অত্যাচারী,
গ্রহদোষ ঘটে হেন কালে।
চঞ্চল সবার মতি, হিংসা করে নৃপপ্রতি,
যুদ্ধাকাংক্ষী হইয়া সকলে॥

ক্রোধভরে নরপতি, নিয়া সব সেনাপতি,
রণ মধ্যে প্রবেশি তখন।
বৃষ্টিধারা সম শর, বর্ষিলেন ভূপবর,
ভয়ে ভীত যত শত্রুগণ॥
দাবানলে দগ্ধারণ্য, তদ্রূপে দহেন সৈন্য,
একা নৃপ বিক্রমে বিশাল।
না হইল কিছু শঙ্কা, বাজাইয়া জয় ডঙ্কা,
করিলেন যুদ্ধ ক্ষিতিপাল॥
দেখিয়া বিপক্ষ গণ, নিজ শরে ততক্ষণ,
ছিন্ন করে সুরথের শর।
নিরস্ত্র হয়্যে নৃপতি, সমরে কুপিত অতি,
গদা করে ধরণী উপর॥
কোপে করি হুহুঙ্কার, গদাযুদ্ধ চমৎকার,
করিলেন তপন তনয়।
ধরিয়া চরচিকুরে, সৈন্যচয় চূর্ণে মরে,
হাহাকার শব্দ রণময়॥
দেখিয়া বিপক্ষ গণ, করে অস্ত্র নিক্ষেপণ,
সুরথের অস্ত্র ছেদাশয়ে।
গদায় ঠেকিয়া বাণ, হয়্যে পড়ে খান খান,
সৈন্যেরা হেরিয়া কাঁপে ভয়ে॥

কোলাবিধ্বংসিন রাজা, সুরথেরে দেখি তেজা,
গদা লয়ে প্রবেশে সমরে।
উভয়ে আরম্ভ রণ, কি কহিব বিবরণ,
প্রমত্ত বারণ যেন ঘোরে॥
উভয়ে হইয়া ক্রুদ্ধ, নির্ভয়ে করয়ে যুদ্ধ,
ভয়ে ভীত ভগ্ন সৈন্যগণ।
উভয়ের সম রণ, সম যোদ্ধা দুই জন,
তমোময় হইল গগণ॥
কি সাধ্য করে বারণ, উভয়ে মত্ত বারণ,
যেন গিরি করিছে সমর।
দণ্ডাদণ্ডী মুষ্টামুষ্টী, রসাতল যায় সৃষ্টি,
ক্রুদ্ধভাবে যুদ্ধ নিরন্তর॥
দোঁহাকার হুহুঙ্কার, ত্রৈলোক্যেতে চমৎকার,
শত শত জিনি বজ্রাঘাত।
ভাস্কর কিরণ ত্যজে, কম্পবান নাগরাজে,
নিশ্বাসেতে বহে বিষ বাত॥
দোঁহাকার পদভরে, ধরাটলটল করে,
ভূমিকম্প, উল্কাপাত হয়।
নিজ২ স্থানে সবে, ভয়ে ভীত কলরবে,
বুঝি বিশ্ব হইল প্রলয়॥

দূরে থাকি সর্ব্ব জন, দেখিতেছে গদারণ,
দোঁহাকার অপূর্ব্ব সংগ্রাম।
ব্রহ্মাণ্ড হইল ক্ষুব্ধ, দেখিয়া সমরারব্ধ,
বহু শ্রমে না হয় বিরাম॥
ঘর্ম্মেতে ব্যাপিত অঙ্গ, তথাপি না হয় ভঙ্গ,
সর্ব্ব লোকে ভাবে চমৎকার।
যেই যত বল ধরে, সাপটীয়া সব্য করে,
অন্যোরে সে করিছে প্রহার॥
কত দিন এই রূপে, যুদ্ধ হয় দুই ভূপে,
নিজ২ করিয়া বিক্রম।
সুরথেরে জিনিবারে, কোলাবিধ্বংসিনমারে,
সাধ্য মত করিয়া আক্রম॥
প্রতি পক্ষ নৃপজাল, যুদ্ধ করে কতকাল,
সুরথের অস্ত্র গেল ক্ষয়।
পরিক্ষিপ্ত সর্ব্ব অস্ত্র, শূন্য হস্ত ত্যক্ত বস্ত্র,
ভাবিলেন না হইবে জয়॥
বহুতর প্রতিপক্ষ, বারণে না হন শক্য,
একের সমাজে কদাচিত।
কহে প্রাণকৃষ্ণ মিত্র, অস্থির সুরথ গাত্র,
ভঙ্গ দিলা ভাবিয়া উচিত॥

পয়ার।

অথ সুরথ রাজার পরাভব।

পরাভব জ্ঞানে রাজা ক্ষমা দিয়া রণ।
ক্ষুব্ধ মনে স্বভবনে করিলা গমন॥
নিরন্তর দুঃখ ভাব সুরথ নৃপতি।
যায় প্রাণ নাহি ত্রাণ কি করি সংপ্রতি॥
বিধাতা বিগুণ বুঝি হইলা আমায়।
হইল প্রবল রিপু কি করি উপায়॥
বিষম দুর্জ্জয় রিপু তীক্ষ্ণতার বাণ।
যদি যুদ্ধ করি তবু নাহি পরিত্রাণ॥
অনেকের সমরে একের নাহি জয়।
তাহাতে পাপিষ্ঠ রিপু দারুণ দুর্জ্জয়॥
হায়২ বিধি মোরে হইলে নিষ্ঠুর।
করিলে বিপক্ষ হস্তে সব দর্প চুর॥
চিন্তিয়া আকুল ভূপ চিত্ত উচ্চাটন।
অভিমানে মৌনভাবে চিন্তা সর্ব্বক্ষণ॥
অন্নজল নাহি রুচে সর্ব্বদা উম্মনা।
নিরবধি সূর্য্য পুত্রে বিধাতা ভাবনা॥
ভূপতিরে বলহীন দেখি ভৃত্যগণ।

বিদ্রোহ সুরথ প্রতি করে সর্ব্বজন॥
সেবক প্রভৃতি কেহ নাহি শুনে বাক্য।
প্রতিপাল্যে প্রতিপক্ষে দেয় মিথ্যা সাক্ষ্য॥
অমাত্যেরা হইয়া উঠিল দুরাশয়।
ধন লোভে মত্তভাবে হইল নির্দয়॥
সপক্ষ বিপক্ষ হৈল দেখিয়া দুর্ব্বল।
ধন লোভে মুগ্ধ ভাবে সবে করে বল॥
অমাত্য বান্ধবগণে হিংসে প্রতি দিন।
মিষ্টালাপে কটুভাষে দেখি বল হীন॥
সসাগর পতি রাজা অতি ভীতমনঃ।
জীবন রক্ষণ হেতু চিন্তা সর্ব্বক্ষণ॥
গৃহেতে নিস্তার নাই অমাত্য বলিষ্ঠ।
কাননে গমন করি যেমন অদৃষ্ট॥
ঘোর নিশিযোগে ভূপ চিন্তা পরায়ণ।
একাকী তুরঙ্গারোহে অরণ্যে গমন॥
রাজ্যধনপৌরজন ত্যজিয়া রাজন।
করিয়া মৃগয়াচ্ছল করিলা গমন॥
নদনদী উপবন লঙ্ঘিয়া ভূপতি।
কতদিনে উত্তরিলা মেধস বসতি॥
মেধস আশ্রমে গত চল্যে অবিশ্রাম।

সেই বনে নরপতি করিলা বিশ্রাম ॥
দৈব যোগে পুণ্য ফলে সুরথ রাজন।
অকস্মাৎ বেদধ্বনি শুনিলা তখন ॥
চিন্তিলেন অপরূপ আশ্চর্য্য কথন।
কোন্ দিগে বেদ ধ্বনি করে কোন্ জন ॥
তত্ত্ব জানিবারে ভূপ শব্দ অনুসারে।
দ্রুতগতি নরপতি যান অশ্বোপরে ॥
নিবিড় অরণ্য মাঝে প্রবিষ্ট নরেশ।
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ভাষে তাহার বিশেষ ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

অথ সুরথের বন দর্শন।

বন মধ্যে নৃপবর, দেখ্যে শোভা মনোহর,
তরুবর শোভিত সকলে।
বিরহির মনোহরে, কন্দর্প বিরাজ করে,
বসন্ত সুশান্ত তপোবলে ॥
পিকবর মুহুর্মুহুঃ, সদা করে কুহুকুহু,
মধুকর মত্ত মধুপানে।
দাড়িম্ব নিম্ব বকুলে, নম্র আম্র স্বমুকুলে,
মৃদুগতি মলয় পবনে ॥

তরুবর নব নব, ধরিয়া নব পল্লব,
সুশোভিত সকলে মুঞ্জরে।
মধু লুব্ধ মধুকরে, মনোহর মৃদুস্বরে,
গুন্২ রবেতে গুঞ্জরে॥
সুশীতল জলতাহে, শোভিত সরসীরুহে,
নৃপতি দেখেন সরোবর।
অতি শোভা মনোনীত, রাজহংস বিরাজিত,
জলে চরে যত জলচর॥
প্রমত্ত শিখী ময়ূরী, শারি শারি শুকশারী,
মত্তে নৃত্য করে নিরন্তর।
জাতী যুথী নানা ফুল, হেরি হয় স্থূল ভূল,
পঞ্চশর হানে পঞ্চশর॥
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ভাষা, ভাষায় করিল ভাষা,
অপভাষা না ভাবিও সবে।
নালইবে দোষাদোষ,ভাষাপদ্যে ভাষা দোষ,
সরস ভাবেতে ভাব লবে॥

অথ মেধসাশ্রমে সুরথের গমন।

পয়ার।

নিরখি২ নৃপ মনের কৌতুকে।
উপনীত হইলেন মেধস সম্মুখে॥

কত দূরে অশ্ব ত্যজি সুরথ রাজন।
পদব্রজে ধীরে২ করিলা গমন॥
শিষ্য উপশিষ্য সহ যথা মুনিবর।
উপনীত তথায় সুরথ নরেশ্বর॥
হৃষ্ট চিত্ত নরপতি মুনি দরশনে।
অষ্টাঙ্গে প্রণতি করি মুনীন্দ্র চরণে॥
বেদগানে করিলেন মুনি আশীর্ব্বাদ।
অবিলম্বে যাবে তব সমস্ত বিষাদ॥
শিষ্য সঙ্গে সম্মান করিলা তপোধন।
পরম হরিষে ভূপ বসিলা তখন॥
রাজ্যধন দারা পুত্র তত্ত্ব না জানিয়া।
বিরহ বিচ্ছেদে কালী হইলা ভাবিয়া॥
মেধস পূজিত ভূপ অতিথির বেশে।
কত দিন দ্বিজাশ্রমে বঞ্চিলা হরিষে॥
সর্ব্বদা ভ্রমণ দুঃখে অরণ্য ভিতর।
রাজ্যধন মমত্বে আকুল নৃপবর॥
দিবানিশি ভ্রান্ত চিত্ত চিন্তি পৌরজন।
নাহি সুখ বাড়ে দুঃখ ক্ষুব্ধান্তঃকরণ॥
হৃদয়ে রহিল শূল জীবনে মরণ।
কুযশে পূরিল দিক্ গেল রাজ্যধন॥

মম বন্ধুগণ মত্ত দুঃশীল কুৎসিত।
ধন লোভে মোরে কত করিল লাঞ্ছিত॥
পৌরজন প্রজাগণ আছয়ে কেমন।
তত্ত্ব না জানিয়া মম সংশয় জীবন॥
বৈরি বশ হৈল কিম্বা যতেক অমাত্য।
জানি নাহি কত কাল তা সবার তত্ত্ব॥
কত সব দুঃখ আর প্রজার বিরহে।
কি অন্য ভূপতি সেবে প্রাণে নাহি সহে॥
কহিতে২ ভূপ চক্ষে বহে বারি।
অমাত্য বান্ধব হেতু চিন্তাকুল ভারী॥
ক্রন্দনে অস্থির রাজা না হন সুস্থির।
বন্ধু বর্গ মমতায় সুধীর অধীর॥
ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া মস্তকে।
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র কহে শুন সর্ব্বলোকে॥

অথ সুরথ সমাধি মিলন।

দীর্ঘ ত্রীপদী।

দেবতা অতিথি দ্বিজ, করিতে সন্তোষ নিজ,
দুঃখে ধন করেছি সঞ্চয়।
হেন ধন সর্ব্ব জনে, অপব্যয়ে প্রতিক্ষণে,
অপাত্রে করিল অপচয়॥

বহুশ্রমে নানা ধন, করিয়া বহু যতন,
স্থাপিয়া রাখিয়া ভাণ্ডারেতে।
দুষ্টমতি পৌরজন, হরিল সকল ধন,
শেষে ঘোষে অখ্যাতি জগতে॥
বৃথা জন্ম চৈত্র বংশে, এ পাপিষ্ঠ অবতংসে,
কলঙ্ক রটিল সর্ব্ব দেশে।
খাইয়া আমার ধন, হিংসা করে সর্ব্বজন,
আমার উদ্দেশে রোষ দ্বেষে॥
রাজ্যের যতেক প্রজা, সমস্ত বিরহে রাজা,
নিত্য২ ভাবনায় কালী।
কত দিন এই রূপ, অরণ্যে চিন্তিত ভূপ,
নানা দুঃখে মগ্ন গুণশালী।
এক দিন নৃপবর, দেখিলেন এক নর,
শোকাকুল মলিন বদন॥
জিজ্ঞাসেন তার প্রতি, মলিন বদনাকৃতি,
এমন বিমনা কি কারণ॥
শুকাইছে মুখ সুধা, তেজোবন্ত শোক ক্ষুধা,
কি কারণ ওহে মহাজন।
শুনিবারে ইচ্ছা হয়, কহ শুনি মহাশয়,
নিশ্চয় করিয়া বিবরণ॥

প্রণয় উদিত শক্য, শুনিয়া রাজার বাক্য,
আর্দ্র হৈল কলেবর নিজ।
অমৃত সিঞ্চিত যেন, নৃপ বাক্য শুনি মনঃ,
বিকসিত বৈশ্যের অঙ্গজ॥
কর যোড়ে এক যোগে, নিবেদয়ে নৃপ আগে,
শুন শুন মম পরিচয়।
শুন ওহে গুণ গ্রাম, সমাধি আমার নাম,
নীচ নহি বৈশ্যের তনয়॥
কলত্র বান্ধব পুত্র, ধন লোভে মত্ত গাত্র,
দূর করো দিল পুরী হৈতে।
দারা পুত্র পৌর জন, মোরে করে বিড়ম্বন,
সেই হেতু বসি কাননেতে॥
তথাপি সন্তান প্রতি, আমার মমতা মতি,
নিত্য চিন্তা করি তা সবার।
শুভাশুভ সমাচার, না জানিয়া অনিবার,
মনে দুঃখ বাড়য়ে আমার॥
কল্যাণে আছয়ে কিনা, দেব দ্বিজে ভক্ত কিনা,
হইয়াছে কিম্বা দুরাচার।
না জানি এ সব তত্ত্ব, তাহাতে বিকল চিত্ত,
নিত্য মনে হয় চমৎকার॥

পুত্র বাক্য পরিহীন, মমতায় করে ক্ষীণ,
না জানিয়া মঙ্গলামঙ্গল।
এ সব ভাবিয়া মম, দাবদাহ অগ্নি সম,
দহিতেছে শরীর সকল॥
কি করিব কোথা যাব, কোন্ স্থানে ত্রাণ পাব,
সদা চিন্তি ইহার উপায়।
দারা পুত্র মমতায়, প্রাণে ধৈর্য্য নাহি পায়,
কি হইবে যাইব কোথায়॥
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র বলে, তারিণী চরণ তলে,
রক্ষ মাতা এ মহা সঙ্কটে।
অতঃপর করে যত্ন, শোধিলেম জ্ঞানরত্ন,
নিরীক্ষণে অতি অকপটে॥

লঘু ত্রিপদী।

রাজা উক্তি বৈশ্য, এবড় রহস্য,
পুত্র করে হেন কর্ম্ম।
দুরন্ত দুর্জ্জন, তব পৌরজন,
ধন লোভে ত্যজে ধর্ম্ম॥

হরে যেই ধন, ওহে মহাজন,
কি হেতু চিন্তহ তারে।
তোমার নন্দন, বড়ই দুর্জ্জন,
বনে পাঠায় তোমারে॥
হইয়া নিষ্ঠুর, পুরী হৈতে দূর,
যেই করিল তোমায়।
তার জন্য কেন, সদা চিন্তা হেন,
আশ্চর্য্য লাগে আমায়॥
দুষ্ট পুত্র জায়া, তার প্রতি মায়া,
কেন বাড়ে অনুরাগ।
যেই হিংসা করে, তাহারে অন্তরে,
কেননা করহ ত্যাগ॥
বৈশ্য বলে যত, কহ অভিমত,
নিবারিতে নারি মনঃ।
দারা পুত্র লাগি, হয়েছি বিবাগী,
তথাপি চিন্তা এমন॥
পিতাভাবে পুত্র, নাহি ভাবে পুত্র,
পতিরে না ভাবে ভার্য্যা।
তবু অনুক্ষণ, সজল নয়ন,
চিন্তি সেই পরিচর্য্যা॥

শত্রু ভাব মনঃ, না করে কখন,
নিবেদন এই নৃপে॥
নিত্য চিন্তা করি,দারা পুত্র তরি,
পড়িয়া কি মায়া কূপে।
কি লাগি নয়ন, ঝুরে অনুক্ষণ,
সলজ্জ তাহা কহিতে।
নাহি মানে মনঃ, তবু নিবারণ,
সুধৈর্য্য নারি ধরিতে॥
মিত্র কবী ভণে, যান দুই জনে,
মেধস মুনীন্দ্র বাসে।
অপূর্ব্ব কথন, মনু বিবরণ,
শুন সবে অনায়াসে॥

অথ মধুকৈটভ উপাখ্যান।

পয়ার।

আলাপন করি বৈশ্য নৃপতি সহিত।
মেধস আশ্রমে দোঁহে চলিলা ত্বরিত॥
শিষ্য উপশিষ্য সহ মুনিবর যথা।
হৃষ্ট চিত্তে দুই জন উপনীত তথা॥

মুনীন্দ্র চরণ বন্দি সুরথ সমাধি।
বসিয়া ভাবিলা কত কি দিব সমাধি॥
শিষ্যগণে বেদ পাঠ করিলেন রঙ্গে।
পরে নৃপ কহিলেন কথন প্রসঙ্গে॥
তপোধন নিবেদন করহ শ্রবণ।
আরত্ত না হয় মম চিত্ত কি কারণ॥
অসত্য যে এ সংসার সমস্তই জানি।
মমতা ত্যজিতে নারী কি কারণ জ্ঞানি॥
রাজ্যধন হেতু সদা চিন্তে মম মনঃ।
অমাত্য বান্ধব হেতু ঝুরে দুনয়ন॥
এই এক বৈশ্য পুত্র কি কব বৃত্তান্ত।
বনিতা বান্ধব সুত দুরন্ত নিতান্ত॥
ধন লোভে মত্ত ভাবে নিদয় হইয়া।
দুরীভব করিয়াছে এরে দুঃখ দিয়া॥
তথাচ পুত্রের মায়া নাহি হয় ত্যাগ।
নিত্য২ চিন্তি দুঃখ বাড়ে অনুরাগ॥
পাপিষ্ঠ বান্ধব হেতু কান্দে সদা মনঃ।
ধৈর্য্য না ধরিতে পারে ভাবে পৌরজন॥
এই রূপে পাই দোঁহে দুঃখ অতিশয়।
ক্ষণেক দোঁহার মনঃ সুস্থির না হয়॥

জ্ঞানী হয়ে এতেক মমতা কি কারণ।
নাহি হয় কি কারণ ভ্রান্তি নিবারণ॥
কহিলেন মুনি শুনি ভূপতি বচন।
অবধান কর ভূপ ত্যজিয়া শোচন॥
প্রাণী মাত্র যত দেখ এ মহীমণ্ডলে।
বিষয় গোচর জ্ঞান আছয়ে সকলে॥
জগতে সকল প্রাণী কর্ম্মকাণ্ডে জ্ঞানী।
প্রাণি মাত্রে জ্ঞান শূন্য নহে কোন প্রাণী
জগতে যতেক প্রাণী করয়ে বসতি।
বিষয়েতে সকলের ভিন্ন ভিন্ন মতি॥
বহু প্রাণী দিবাভাগে দেখিতে না পায়।
রজনীতে অন্ধ বহু কত কব তায়॥
কেহ কেহ তুল্য দেখে দিবস রজনী।
জন্মাবধি অন্ধ কেহ শুন নৃপমণি॥
কর নৃপ অবধান করি নিবেদন।
পশু পক্ষী আদি সব জ্ঞানী বিচক্ষণ॥
হের দেখ তৃণচয় রচিত ভবনে।
নানা জাতি পক্ষিগণ আছে স্থানে২॥

ডিম্ব প্রসবিয়া সবে অনেক যতনে।
নিরন্তর শিশু লয়ে থাকে হৃষ্ট মনে॥
ভক্ষণীয় দ্রব্য যত আহার করিয়া।
উদরে না পুরে যায় কণ্ঠেতে লইয়া॥
উগরিয়া ঘন ঘন দেয় শিশু মুখে।
নিরবধি শিশু সঙ্গে থাকে নানা সুখে॥
পক্ষী যত স্নেহ করে শিশুগণ প্রতি।
তেমতি জানিবা নৃপ সবাকার মতি॥
কহিলাম সুনিশ্চিন্ত শুন ধরাপতি।
সকলের তুল্য মায়া সন্তানের প্রতি॥
অপত্য মমতা বড় সমান সবার।
নিশ্চয় জানিবা নৃপ এই কথা সার॥
চিরঞ্জীবী নহে কেহ সংসার ভিতরে।
তথাপি ঐশ্বর্য্য হেতু সবে চিন্তা করে॥
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহ গর্ত্তে যায়।
মত্ত ভাবে ভ্রমে জ্ঞান তত্ত্ব নাহি পায়॥
এ সকল বিষ্ণু মায়া না কর বিস্ময়।
যোগ নিদ্রা যোগে দেখ সবে মুগ্ধ হয়॥
জ্ঞানিকেও মমতায় আকর্ষণ করে।
মায়াতে আবদ্ধ করি অনিত্য সংসারে॥

সৃষ্টি স্থিতি লয় হয যে মায়ার বলে।
প্রসন্না হইলে দেন মুক্তি যুক্তি ফলে॥
সেই মহাবিদ্যা মুক্তি কারণ জানিবে।
বন্ধনের হেতু তিনি নিশ্চয় মানিবে॥
এ কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন পর।
মায়ার উৎপত্তি কাণ্ড কহ মুনিবর॥
যারে মহামায়া বল ঋষি মহাশয়।
কি রূপ কি গুণ তাঁর বল গুণময়॥
এ কথা শুনিয়া মুনি আনন্দিত মনে।
আদ্যার উৎপত্তি কথা কহিলা তখনে॥
সে মায়ার জন্ম নাশ কভু নাহি হয়।
সামান্য লোকেরা তাঁর জন্ম মৃত্যু কয়॥
দেব কার্য্য সাধনেতে আবির্ভাব হল।
দৈত্যগর্ব্ব বিনাশেন প্রকাশিয়া বল॥
পূর্ব্বে ছিল ধরাতল পূর্ণ বারিময়।
জলে পরিপূর্ণ মহী শুন মহাশয়॥
অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণ মায়া কহি বিবরণ।
যে রূপে হইল সৃষ্টি শুনহ রাজন॥
হরি কর্ণ মলে জন্মে যুগল অসুর।
মহাবল পরাক্রমে জিনে তিন পুর॥

মধু আর কৈটভ আখ্যান দোহাঁকার ।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে লাগে চমৎকার ॥
জন্মিয়া দুর্জ্জয়াসুর করে সিংহনাদ ।
গভীর গর্জ্জনে করি উভয়ে নিনাদ ॥
হরিনাভি কমলেতে ধ্যানে ছিলা বিধি ।
বিধিরে বধিতে দোঁহে করিল কুবিধি ॥
উভয়ের যুদ্ধ বেশ দেখি পদ্মযোনি ।
থর থর কলেবর স্থির নহে প্রাণী ॥
ভাবিলা কি করি এবে দুর্জ্জয় অসুর ।
কি প্রকারে হইবে দোঁহার দর্প চূর ॥
ভাবিতে২ বিধি স্থির করি মনঃ ।
মহামায়া উদ্দেশেতে করিলা স্তবন ॥
মিত্রকবী বিরচিল হৃদয় আনন্দে ।
অশেষ প্রকার করি পয়ার প্রবন্ধে ॥

অথ ব্রহ্মাকৃত মহামায়া স্তব ।

পয়ার ।

করাল বদনা কালী কলুষ নাশিনী ।
কর যোড়ে স্তুতি করি কৈলাস বাসিনী ॥

কটাক্ষে হেরিয়া কৃপাবলে কর জয়ী।
কংকাল মালিনী কৃষ্ণা কাদি বর্ণময়ী॥
খটাঙ্গ খড়্গ ধারিণী খেট বাম করে।
খরতর রণ কর সমরে প্রখরে॥
খর বাণী খর ধ্বনি অথর্ব্বা খরাসি।
দৈত্য গর্ব্ব খর্ব্ব কর খল খল হাসি॥
গণেশ জননী গঙ্গা গঙ্গাধর জায়া।
গোকুলে গোকুলেশ্বরী গোলোকের মায়া॥
গিরি কন্যা গিরি মান্যা গিরীশ গেহিনী।
গুপ্ত গোষ্ঠ বিহারিণী গুহ প্রসবিনী॥
ঘন ঘোর ঘণ্টা রবা ঘুষিত জগতে।
ঘন ঘন ঘন ধ্বনি ঘকার সঙ্গেতে॥
ঘোর রূপা ঘোর যুদ্ধে ঘর্ম্ম বিন্দু হীনা।
ঘৃণা না করিবা দাসে ঘৃণাদি বিহীনা॥
চঞ্চলা চঞ্চলা জিত চারু চন্দ্র ভালে।
চন্দ্র চূড় চিত্তহরা চিকুর বিশালে॥
চূর্ণ কর সৈন্য চষে চর্ব্বণ করিয়া।
মার চিত্ত চকোরিণী অসুরে ধরিয়া॥
ছদ্ম বেশে শ্রীমন্তকে করিলে উদ্ধার।
দেবে রক্ষা কর দৈত্য করিয়া সংহার॥

ব্রহ্মাণ্ড জননী জয়া জয় প্রদায়িনী।
যোগিনী যোগীন্দ্র পূজ্যা জীব নিস্তারিণী॥
ঝঙ্কারে ঝংকৃত দৈত্য ঝঞ্ঝানিনাদিনী।
ঝাকে ঝাকে ঝঞ্ঝিতারি দৈত্য সংহারিণী॥
টঙ্কারে মূর্চ্ছিত দৈত্য টল টল ধরা।
টন টন রবে রণে বাদিত টিকারা॥
ঠকার রূপিণী দ্বিঠ কঠোর নাদিনী।
ঠন ঠন ঘণ্টারব রবা ঠাকুরাণী॥
ডাকিনীগণ বেষ্টিতা ডাকিনী রূপিণী।
ডঙ্কাতে শঙ্কিত শূন্যে ডিম্ ডিম ধ্বনি॥
ঢোল ঢক্কা শব্দে ঢালী ঢাকে নিজ ঢাল;
ঢকার রূপিণী পদে অঙ্গ ঢালে কাল॥
ণত্ব ময়ী ণত্ব করা ণত্ব বিধায়িনী।
ণত্বাণত্ব বণ ভেদে অণত্বা আপনি॥
তারিণী ত্রিতাপ হরা ত্রিগুণ ধারিণী।
ত্রি সন্ধ্যা রূপিণী তারা তমো সংহারিণী॥
স্থিরা নহ স্থিরতরা অস্থিরা সমরে।
স্থল পদ্মার্চ্চিত পদে স্থল দেও মোরে॥
দনুজ দলনী দুর্গা অমর বন্দিনী।
[illegible] কর শ্রীদক্ষ নন্দিনী॥

ধরিয়াছ করে ধরা ধরাধর সুতা।
ধনদা ধনদেশ্বরী ধৈর্য্য ধন যুক্তা॥
নমোস্তুতে নারায়ণী আনন্দ দায়িনী।
নন্দ কন্যা নন্দালয়ে সিংহাদি বাহিনী॥
পরম প্রকৃতি পরা পরশু ধারিণী।
পবিত্রে পবিত্র কর প্রাণকৃষ্ণ বাণী॥
ফুৎকারে স্ফুর্জ্জিত অগ্নি ফল প্রকাশিনী।
ফলাহারি ফল মধ্যে শ্রীফল বাসিনী॥
বর্ণময়ী বিষ্ণু প্রিয়া বিষ্ণু বিলাসিনী।
বিধি বিষ্ণু পূজ্যা বামা শত্রু বিনাশিনী॥
ভয়ঙ্করা ভয় হরা শ্রীভব ভাবিনী।
ভব ভয় ভীত জনে অভয় দায়িনী॥
মৃত্যু মৃত্যু মাতঙ্গিনী মর্ত্ত্য লোকে কয়।
মৃত্যু ভয়ে পদ তলে স্থিত মৃত্যুঞ্জয়॥
যজ্ঞ মধ্যে যজ্ঞ ময়ী যম ভয় হরা।
যশোদা যশোদা কন্যা যন্ত্র মন্ত্র ধরা॥
রাবণ নিধনে রাম পূজ্যা রসাতলে।
রাজ রাজেশ্বরী রামা রত্ন মালা গলে॥
প্রলয়েতে লয় কর ত্রিলোক জীবন।
লজ্জা রূপা নাহি লজ্জা উলঙ্গেতে রণ॥

বর্ণ ময়ী বাণী বিদ্যা ব্যোম প্রকাশিনী।
বালিকা বালিকা প্রিয়া বস্তু প্রদায়িনী॥
সুখ প্রদা সুখময়ী সারদা সংসারে।
ষষ্ঠী ষড় ভুজা রূঢ়া ষণ্ডাসনোপরে॥
শিব সুমোহিনী শিবা শিবদা সর্ব্বদা।
শিরঃ শ্রেণী কণ্ঠে দোলে শিবানী স্বর্গদা॥
হস্তি হস্ত হস্তে ধরি হান অনায়াসে।
হৈমবতী হর জায়া হের নিজ দাসে॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা রূপা ক্ষয় কর অরি।
ক্ষুব্ধ জনে ক্ষোভ দূর কর কৃপা করি॥
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র দাসে করমা করুণা।
চৌত্রিশ অক্ষরে স্তুতি হইল বর্ণনা॥
সুকবি পণ্ডিতগণ পরম যত্নেতে।
শোধিত হইল গ্রন্থ আনন্দ মনেতে॥

অথ মধুকৈটভের যুদ্ধ যাত্রা।

পয়ার।

ব্রহ্মা স্তবে মহাতুষ্টা হইয়া ভবানী।
শ্রীহরি হৃদয় নেত্র ত্যজিলা তখনি॥

ভক্ত রক্ষা হেতু মাতা ত্যজিয়া হরিরে।
অন্তরীক্ষে লুকাইলা পয়োদশরীরে॥
ভক্তান্তঃকরণে স্থিরে দীলেন দর্শন।
অভিলাষ পরি পূণ হৃষ্ট বিধি মনঃ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে দুরন্ত অসুর।
ঘন ঘন লম্ফ দেয় কাঁপে তিন পুর॥
শয়নে ছিলেন হরি বট বৃক্ষোপরে।
অসুরের সিংহনাদে উঠিলা সত্বরে॥
অসি করে বেগ ভরে অসুরেরা যায়।
যুদ্ধ বেশে ক্রোধাবেশে ব্রহ্ম বধে ধায়॥
দেখিলা দোঁহার কর্ম্ম দেব নারায়ণ।
ক্রোধ ভরে করিতেছে ঘোর আস্ফালন॥
দুরাচার দোঁহারে দেখিয়া নারায়ণ।
যুদ্ধাকাংক্ষী হয়্যে হরি করিলা গর্জ্জন॥
ব্রহ্মা ত্যজি হরি সনে যুঝিবার মনে।
অস্ত্র শস্ত্র লয়্যে দোঁহে ধাইল সঘনে॥
মহাক্রোধ ভরে তারা যায় যুঝিবারে।
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র কবী ভাষিল পয়ারে॥

———

যুক্ত পয়ার।

দ্রুত তরে ক্রোধ ভরে করিয়া গর্জ্জন।
যুদ্ধ মনে হরিসনে করিল গমন॥
দেখি হরি ত্বরা করি অসুর বধিতে।
অতি ত্রস্ত অস্ত্র শস্ত্র লইলা হস্তেতে॥
মদ বলে কটু বলে অসুর দুর্জ্জন।
তাহে হরি দৈত্য অরি হাস্যে দিলা মনঃ॥
প্রথমেতে উভয়েতে কটূক্তি প্রকাশ।
দ্বিতীয়েতে অভয়েতে সমর বিকাশ॥
হয়ে ক্রুদ্ধ করে যুদ্ধ গভীর গর্জ্জনে।
ত্যক্তবাণ খরশাণ তুল্য দুই জনে॥
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল চৌষট্টী তোমর।
ভগবান ক্ষিপ্তবাণ উপরে দোঁহার॥
দিন করে ঢাকি শরে হৈল অন্ধকার।
নাহি দেখে আপনাকে অসুর দুর্ব্বার॥
শীঘ্র হস্ত নিল অস্ত্র নিবারিতে শর।
ক্রোধে হরি ত্বরা করি নিক্ষেপেন পর॥
ধায় বাণ দীপ্তিমান অনল সমান।
শত্রু অস্ত্র অতি ত্রস্ত গেল খান খান॥

পুনর্ব্বার লক্ষ শর বসাইল চাপে।
মন্ত্রপূত করি দ্রুত ত্যজে মহাকোপে॥
লক্ষ বাণ ভগবান দেখিয়া সত্বরে।
সেইক্ষণ নিক্ষেপণ করিলেন শরে॥
কাটিল অসুর শরে শ্রীহরির বাণে।
দেখি দৈত্য ক্রোধে মত্ত অনল সমানে॥
হুহুঙ্কার চমৎকার কর্ণে লাগে তালী।
দুই জনে হরি সনে যুদ্ধে গুণ শালী॥
উভয়েতে অভয়েতে করিছে সমর।
এক যোগে অতি বেগে ধায় দুই শর॥
দুই জনে যুদ্ধ মনে যেন দুই গিরি।
একা হরি উভয়েরি প্রবোধে কেশরী॥
করে ধুম উঠে ধূম পরশে গগণ।
মারে গদা রক্তে কাদা ঘোর দরশন॥
কেহ কারে জিনিবারে নাহি ছিল বল।
নিজে নিজে নিজ তেজে উভয়ে প্রবল॥
নানামতে উভয়েতে অসুর দুর্জ্জন।
হরি সনে ক্রোধ মনে করে মহারণ॥
যুঝে অরি দর্প করি হারি নাহি তায়।
দেয় লম্ফ করে দম্ফ শব্দ দুর যায়॥

বিক্রমেতে অভয়েতে দৈত্য নারায়ণ।
এক যোগে যুদ্ধ বেগে করিবারে রণ॥
অযুতাব্দ বর্ষ ক্রুদ্ধ অসুর দুর্জ্জন।
হরিসনে অনশনে করে ঘোর রণ॥
ইষ্ট নিষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ রচিল পয়ার।
দৈত্যরণ বিবরণ অতি চমৎকার॥

অথ মধুকৈটভ বধ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

বহু দিন যুদ্ধ যায়, হারি নাহি মানে তায়,
উভয়ে সমরে মহামার।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, অবিশ্রান্ত হরি হরি,
হেরিয়া ব্রহ্মার চমৎকার॥
বহু শ্রম করি হরি, নাশিতে নারেন অরি,
ভাবিছেন কি করেন তায়।
হেন কালে মহামায়া; শ্রীহরির প্রতি দয়া,
প্রকাশিয়া করিলা উপায়॥

প্রবল দুর্জ্জন অরি, মায়াতে আবদ্ধ করি,
হরিলেন পূর্ব্ব দিব্য জ্ঞান।
বদ্ধ হয়ে মায়াজালে, কহে দোঁহে কুতূহলে,
শুন হরি হয়ে সাবধান॥
তব যুদ্ধে নহি রুষ্ট, হইলাম দোঁহে তুষ্ট,
বর মাগ যাহা লয় মনে।
শ্রীহরি বলেন বর, দিবে যদি দৈত্য বর,
মম বধ্য হও দুই জনে॥
এত শুনি দুই জন, কহিতেছে সেই ক্ষণ,
কহি শুন হরি দয়াময়।
হইব তোমার বধ্য, করিয়াছ যুদ্ধে বাধ্য,
কিন্তু এক প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়॥
জলময় ধরণীতে, পারিবেনা সংহারিতে,
ইহা ভিন্ন যাহা তব সাধ্য।
নারায়ণ শুনিবর, বধিতে দৈত্যে সত্বর,
সৃজিলেন উপায় অসাধ্য॥
অনন্ত কৃষ্ণের মায়া, কে বুঝিতে পারে মায়া,
সবে বদ্ধ সেই মায়া বলে।
কটাক্ষে করিয়া দৃষ্টি, অক্লেশে করেন সৃষ্টি,
মনুষ্যাদি দেবতা সকলে॥

করিতে অসুর নষ্ট, উপায় করেন স্পষ্ট,
জল মধ্যে স্থিত নিজ উরু।
যোজনৈক পরিসর, অতি শোভা মনোহর,
স্বর্ণ মেরু নিন্দিত সুচারু॥
তাহে দুই দৈত্যে ধরি, মধুকৈটভের অরি,
সুদর্শনে করিলেন ছেদ।
শ্রীকৃষ্ণের চক্রাঘাতে, প্রাণ ত্যজে উভয়েতে,
দূর হৈল বিধি হৃদি খেদ॥
মধুকৈটভের রণ, শুন আদি বিবরণ,
প্রথম মাহাত্ম্য মনোহর।
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ভাষে, দেবী শ্রীচরণ আশে,
পাদ পদ্মে মনোমধুকর॥

অথ মহিষাসুরের উপাখ্যান।

পয়ার।

ত্রিদশারি রণ মধ্যে হইল নিধন।
ব্রহ্মাআদি দেবগণ হরষিত মনঃ॥
গন্ধর্ব্বেরা পুষ্প বৃষ্টি করে নিরন্তর।
পরম হরিষে নৃত্য করিছে অপ্সর॥

চতুর্দ্দিগে জয়ধ্বনি করে সর্ব্বজন।
ব্রহ্মা আদি দেবেরা বন্দিলা নারায়ণ॥
কর নৃপ অবধান করি নিবেদন।
অতি পুরাতনী কথা করহ শ্রবণ॥
পূর্ব্বে ছিল জম্ভা নামে অসুর নিষ্ঠুর।
হইল তাহার পুত্র মহিষ অসুর॥
কামরূপী দৈত্যাঙ্গজ বহু শক্তি ধরে।
মুহূর্ত্তেকে তিন পুর পারে জিনিবারে॥
পিতা পুত্রে তৃণচয় রচিত ভবনে।
হৃষ্ট মনে বাস করে নির্জ্জন গহনে॥
দৈব যোগে ইন্দ্র সনে হইল সমর।
তাহে পরাজয়ে জম্ভা যায় যম ঘর॥
দেবরাজ সমরেতে জম্ভার মরণ।
দেখিয়া কুপিত অতি মহিষ তখন॥
যুদ্ধ ত্যজি মহাসুর তপস্যাতে চলে।
যথায় শঙ্কর ধাম তুহিন অচলে॥
কত দিন তপঃ করে মহেশ উদ্দেশে।
হইল হরের কৃপা দেখিয়া মহিষে॥
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হেতু ত্রিদশ ঈশ্বর।
চলিলেন বৃষারোহী হইয়া সত্বর॥

ভক্ত মনো বাঞ্ছা পূর্ণ হেতু মৃত্যুঞ্জয়।
নিজ বেশ ভূষা দিয়া হইলা সদয়॥
কামরূপী দৈত্যাঙ্গজ নানা মায়া জানে।
শিব ভূষণাদি পরি যায় গৌরী স্থানে॥
যাহার মায়াতে মুগ্ধ এ তিন ভুবন।
তারে কি ছলিতে পারে অসুর দুর্জ্জন॥
পরাজয় মানি দৈত্য করিয়া বিনতি।
বিদায় হইয়া গেল করি বহু স্তুতি॥
তথা হৈতে সুরপুরে করিল গমন।
ক্রোধ ভরে ইন্দ্র সনে করিবারে রণ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না হয়।
দেবী হস্তে দৈত্যপতি গেল যমালয়॥
এতেক শুনিয়া পরে সুরথ নৃপতি।
কর যোড়ে জিজ্ঞাসেন মুনিবর প্রতি॥
বিস্তার করিয়া কথা কহ মহাশয়।
শুনিয়া অপূর্ব্ব কথা যুড়াক্ হৃদয়॥
কৃপা করি বিবরিয়া কহ তপোধন।
চণ্ডিকা মাহাত্ম্য কথা করিব শ্রবণ॥
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র বন্দি মহেশী চরণ।
প্রকাশে পয়ার ছন্দে মাহাত্ম্য কথন॥

অথ মহিষাসুরের যুদ্ধে যাত্রা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

যুঝিবারে ইন্দ্র সনে, মহাকায় হৃষ্ট মনে,
সহ দলে চলিল সত্বর।
বিংশ অক্ষৌহিণী সৈন্য, অগ্রগণ্য সবে গণ্য,
বল যুক্ত মহাবল ধর॥
হয়ারূঢ় গজারূঢ়, কোটী কোটী চলে গূঢ়,
দ্রুত ধায় অমর নগর।
পত্তাকী চলিল কত, রথ রথী শত শত,
মহিষের আজ্ঞাতে সত্বর॥
উদগ্রাখ্য নামে বীর, সমরে অতি গম্ভীর,
সঙ্গে যার ষড় যুত রথ।
হেন বীর চলে রণে, যুঝিবারে ইন্দ্র সনে,
সহস্র যোজন যুড়ে পথ॥
ঘেরিয়া যোজন পথ, সহস্র অযুত রথ,
মহাহনু লইয়া ধাইল।
চামর নামেতে ক্রোধে, চতুরঙ্গ বলে রোধে,
শীঘ্রগতি সমরে চলিল॥

অসিলোম সেনাপতি, পঞ্চাশ নিযুত রথী,
সঙ্গে নিয়া করিল গমন।
বাস্কলাখ্য যোদ্ধাপতি, ছয় শতাযুত রথী,
লয়ে ধায় করিবারে রণ॥
দশ কোটী রথ সনে, বিড়ালাখ্য ধায় রণে,
অতিশয় ক্রোধিত অন্তরে।
অভিমানে নম্র শিরঃ, চিকুর নামেতে বীর,
সৈন্য সনে ধাইল সমরে॥
হয় হস্তী রথ রথী, শত শত সেনাপতি,
ক্রোধে চলে করিতে সংগ্রাম।
কত সৈন্য যুদ্ধে যায়, নির্ণয় না হয় তায়,
এ সব সংক্ষেপে কহিলাম॥
সৈন্য মধ্যে বাজে বাদ্য,জয় জয় ঢক্কা আদ্য,
শঙ্কাকুল অমর ভুবন।
দুর্জ্জন দুরন্ত দৈত্য, ধন লোভে ত্যজে সত্য,
সৈন্য লয়ে করিল গমন॥
নদনদী উপবন, উত্তরিয়া দৈত্যগণ,
উপস্থিত ত্রিদশালয়েতে।
বাজে ঘন জয় ডঙ্কা, জগত যুড়িয়া শঙ্কা,
দেবগণ কাঁপয়ে ভয়েতে॥

ক্রোধান্বিত দৈত্যগণ, বীর দাপে আস্ফালন,
ঘন ঘন করিছে সকলে।
সবে রণে করে ধুম, হুঙ্কারেতে ব্যাপে ধূম,
বুঝি বিশ্ব যায় রসাতলে॥
মুদির গর্জ্জন জিনি, সৈন্যগণ করে ধ্বনি,
শঙ্কা যুক্ত ত্রিভুবন জন।
যুগান্ত কালেতে যেন, উথলে সমুদ্র হেন,
কার সাধ্য করে নিবারণ॥
সৈন্যগণ পদ ভরে, ধরা টল টল করে,
সর্ব্ব লোকে ভাবে চমৎকার।
ইন্দ্রে যুদ্ধ দিতে যায়, বীর দাপে সবে ধায়,
লয়ে নিজ নিজ পরিবার॥
সব দৈত্য ক্রোধ চিত্ত, অহঙ্কারভরে মত্ত,
ইন্দ্র পুরে চলিল ত্বরিত।
বিপক্ষ বাহিনী দেখি, দেবগণ মহা দুঃখী,
স্থান ত্যজি হন অন্তরিত॥
করিলেন পলায়ন, ঊর্দ্ধ্ব শ্বাসে দেবগণ,
দেখিয়া দুরন্ত মহারিপু।
পাইয়া অত্যন্ত ত্রাস, না বান্ধিয়া কেশ পাশ,
যোজনান্তে স্থির নহে বপু॥

ত্যজি নিজ নিজ পুর, অন্তরিত. যত সুর,
হেরিয়া হরিষ মহাসুর।
দেবতার আভরণ, নিল যত দৈত্যগণ,
হীরা মুক্তা হরিয়া প্রচুর॥
বাহু বলে মহা তেজা, ইন্দ্র পুরে হয় রাজা,
আজ্ঞাবহ দেবতা সকলে।
দিক্‌পাল সহ যত, মহাসুর অনুগত,
মহাপূজ্য ধরণী মণ্ডলে॥
কোপান্বিত মহাসুর, বাহু বলে তিন পুর,
বিনা যুদ্ধে করিল দমন।
স্থান ভ্রস্ট দেবগণ, হইয়া বিক্ষুব্ধ মনঃ,
পৃথিবীতে করয়ে গমন॥
নর কলেবর ধরি, নর বেশ ভূষা করি,
নররূপে করিলা ভ্রমণ।
এই রূপে কত দিন, দেবগণ পরাধীন,
সদা দুঃখে সময় হরণ॥
কিঞ্চিৎ না হয় সুখ, নিত্য নিত্য মনে দুঃখ,
দুঃখ কালে সুখের অভাব।
দুঃখির অশেষ দুঃখ, সুখাভাব নিত্য দুঃখ,
অকিঞ্চনে দুঃখ আবির্ভাব॥

দানব দলনি দুর্গে, রক্ষ রক্ষ রক্ষ দুর্গে,
দেবগণে এ মহা সঙ্কটে।
শুন সবে এক মনে, প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ভণে,
কালী ভাব কৃতাঞ্জলি পুটে॥

অথ দেব তেজে দেবীর জন্ম।

পয়ার।

মনুষ্যের বেশ ধরি দেবতা সকলে।
নিরন্তর ভ্রমিলেন ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে॥
পরে কত দিনান্তরে যত দেবগণ।
করিলেন ব্রহ্মাকে সমস্ত নিবেদন॥
ব্রহ্মা বলিলেন চল যথা নারায়ণ।
শ্রীহরি কৃপায় দুঃখ হবে বিমোচন॥
এতেক কহিয়া ব্রহ্মা লইয়া সকলে।
যথায় কমলাপতি যান কুতূহলে॥
ব্রহ্মা বলিলেন প্রভু শুন নিবেদন।
পতিত অশেষ দুঃখে যত দেবগণ॥
নিতান্ত দুরন্ত দৈত্য মহিষ অসুর।
বাহু বলে কাড়িয়া নিয়াছে তিন পুর॥

স্থান ভ্রষ্ট দেবগণ অত্যন্ত কাতর।
নিরন্তর দুঃখপর অরণ্য ভিতর॥
কৃপা করি হৃষিকেশ অমর সকলে।
দানব হানিয়া রক্ষা কর বাহু বলে॥
বিধি মুখে বিষ্ণু শুনি এতেক বচন।
কৈলাসে গেলেন সঙ্গে লয়ে দেবগণ॥
দেবের দুঃখের কথা কহিলা শঙ্করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে কম্প, ক্রোধ ভরে॥
শিবের নিশ্বাসে তেজ হইল নির্গত।
ব্রহ্মা বিষ্ণু তেজ আসি হইল মিলিত॥
অন্যান্য দেবতা তেজ শরীর হইতে।
বাহির হইল তথা অতি আচম্বিতে॥
যতেক দেবতা তেজ হইয়া মিলিত।
চতুর্দ্দিগ দহে যেন জ্বলন্ত পর্ব্বত॥
জন্মিলেন তেজো রাশি হইতে রমণী।
গগণ মণ্ডলে শিরঃ ব্যাপিত ধরণী॥
মহাদেব তেজে মুখ হইল প্রকাশ।
ধর্ম্মরাজ তেজেতে জন্মিল কেশ পাশ॥
বিষ্ণু তেজে বাহু জন্মে চন্দ্র তেজে স্তন।
ইন্দ্র তেজে মধ্য ভাগ অপূর্ব্ব গঠন॥

বরুণের তেজে জঙ্ঘা আর উরুদ্বয়।
নিতম্ব ধরণী তেজে হইল উদয়॥
ব্রহ্মা তেজে পাদপদ্ম হইল নির্ম্মাণ।
পদাঙ্গুলি সূর্য্য তেজে সুদীপ্ত ব্যাখ্যান॥
বসু তেজে করাঙ্গুলি কৌবেরে নাসিকা।
ব্রহ্মা তেজে দন্তাবলী আশা প্রকাশিকা॥
অগ্নি তেজে ত্রিনয়ন অপূর্ব্ব শোভন।
ভূরূদ্বয় সন্ধ্যা তেজে পাবনে শ্রবণ॥
অন্য অন্য দেব তেজে অন্য অম্য অঙ্গ।
দেবীরে দেখিয়া দেবে পুলক প্রসঙ্গ॥
শূল হৈতে অন্য শূল করিয়া নির্ম্মিত।
দেবীরে দিলেন শিব হয়ে পুলকিত॥
চক্র হৈতে চক্র সৃষ্টি করি নারায়ণ।
আনন্দিতে সুনন্দাকে দিলেন তখন॥
বরুণ দিলেন শঙ্খ ধ্বনির কারণ।
হুতাশে দিলেন শক্তি স্বয়ং হুতাশন॥
পবন দিলেন ধনুঃ, বাণ পূর্ণ তূণ।
বজ্র দিলা দেবরাজ জ্বলন্ত আগুন॥
ঐরাবত গজ হৈতে ঘণ্টা দিলা করে।
যম দিলা যম দণ্ড কৃতাঞ্জলি করে॥

পাশ দিলা জলপতি অতি ভক্তি ভাবে।
দেখি প্রজাপতি অক্ষ মালা দিলা তবে॥
ব্রহ্মা দিলা কমণ্ডলু অতি মনোহর।
রোম কূপে নিজকর দিলা দিবাকর॥
খড়্গ চর্ম্ম দেন তাঁরে আপনি শমন।
ক্ষীরোদ কমল হার দিলেন তখন॥
শুভ্র অৰ্দ্ধচন্দ্র দেন বাহুতে বলয়।
চরণে নূপুর দিলা শুভ স্বর্ণময়॥
করাঙ্গুলি মূল মধ্যে দিলেন অঙ্গুরি।
বিশ্বকর্ম্মা পরশু দিলেন করে ধরি॥
শরীরে অপূর্ব্ব বর্ণ দিলেন তখন।
অম্লান পঙ্কজ মালা মস্তক ভূষণ॥
জলনিধি পঙ্কজ দিলেন দেবী করে।
হিমালয় সিংহ দেন বাহন সত্বরে॥
তথা নানা রত্ন দেন স্বয়ং হিমগিরি।
সুরাপূর্ণ পাত্র দিলা কুবের ভাণ্ডারী॥
নাগরাজ নাগহার মহামণি যুত।
ধরণী দিলেন কণ্ঠা কণ্ঠ সুশোভিত॥
অন্য২ দেব দেন ভূষণ বসন।
সম্মানিতা মহাদেবী হইলা তখন॥

বার বার করিলেন নিনাদাট্টহাস।
সেই ঘোর শব্দে পূরে ধরণী আকাশ॥
ক্ষুব্ধ হৈল ত্রিভুবন সমুদ্র কম্পিত।
অচলা চঞ্চলা রূপে অতি চমকিত॥
থর থর কম্পিত সকল মহীধর।
জয়ধ্বনি করিলেন যতেক অমর॥
নম্রভাবে মুনিগণ করিলেন স্তব।
শুনিয়া দনুজগণ প্রকম্পিত সব॥
শব্দ শুনি মহাসুর দূতে আজ্ঞা করে।
রণ স্থলে কে আসিল দেখহ সত্বরে॥
কোন্ খানে কোন্ বীর করে সিংহনাদ।
ত্বরিত গমনে গিয়া আনহ সংবাদ॥
ভূপ আজ্ঞাপিত দূত শব্দ অনুসারে।
পবন গমনে ধায় দেখিতে তাঁহারে॥
কত দূরে দেখে এক প্রকাণ্ড শরীর।
গগণে ঠেক্যেছে শিরঃ গর্জ্জন গভীর॥
অট্ট অট্ট হাস্য রবে কম্পিতা ধরণী।
অতি ভয়ঙ্কর বেশ দেখিল রমণী॥
হেরি রামা শঙ্কা যুক্ত মহিষ কিঙ্কর।
উদ্ধশ্বাসে বার্ত্তা কহে ভূপতি গোচর॥

শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন।
দেখিলাম যাহা তাহা করহ শ্রবণ॥
কার কন্যা কার নারী না জানি নিশ্চয়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে শুন মহাশয়॥
গগণে ঠেক্যেছে শিরঃ ধরাতে চরণ।
তার অট্ট অট্ট হাস্য গভীর গর্জ্জন॥
অবধান কর ভূপ নিবেদন পর।
দেখিলাম যাহা তাহা অকল্যাণ কর॥
হেরিয়া কাহার সাধ্য করিবে বর্ণিমা।
কত বল ধরে নারী শশাঙ্ক ভঙ্গিমা॥
মুহূর্ত্তেকে নিতে পারে এ তিন ভুবন।
কার সাধ্য রণ মধ্যে করে নিবারণ॥
শুনিয়া দূতের কথা মহিষাখ্য বীর।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে অত্যন্ত গভীর॥
রমণী হইয়া দর্প মম অগ্রে করে।
দেখিব কেমন বালা যাইয়া সমরে॥
শুনিয়া মহিষ আজ্ঞা যত দৈত্যগণ।
নিজ নিজ বলে যুদ্ধে ধায় সর্ব্বজন॥
ক্রোধ ভরে বীর দর্পে চলে মহাসুর।
সে বীরের পদ ভরে কাঁপে তিন পুর॥

শিলা বৃক্ষ চূর্ণ হয় চরণ আঘাতে।
থর থর কম্পে ভানু হুঙ্কার শব্দেতে॥
উথলে লাঙ্গূলাঘাতে সমস্ত সাগর।
মহীধর মুখে গর বহিল বিস্তর॥
দেয় লম্ফ করে দম্ফ গভীর গর্জ্জন।
থাকুক অন্যের কথা সভয় শমন॥
আইল মহিষ যুদ্ধে দেখিয়া ভবানী।
সক্রোধে হুঙ্কার শব্দ চমৎকার গণি॥
মহাসুর মায়াবদ্ধ হইয়া নিশ্চয়।
ভবানীর সনে যুদ্ধ করে দুরাশয়॥
ক্রোধে মত্ত হয়ে বীর দুর্জ্জয় সমরে।
নানা মত যুদ্ধ করে যত বল ধরে॥
পঞ্চ যোজনৈক বৃক্ষ নিষ্পত্র করিয়া।
ভবানীর গাত্রে হানে সবলে ধরিয়া॥
অসিধারে হর প্রিয়া করিলা দুখান।
হেরিয়া মহিষ হৈল অনল সমান॥
পুনরপি আনি এক পর্ব্বতের চূড়া।
ভবানী উপরে মারে দিয়া বাহু নাড়া॥
পার্ব্বতী শরীরে ঠেকি পর্ব্বতের চূড়া।
ভূমিতলে পড়িয়া হইল যেন গুঁড়া॥

পুনর্ব্বার মহাসুর করিয়া যতন।
উপাড়িয়া এক গিরি করে নিক্ষেপণ॥
গিরি হেরি গিরিকন্যা করিলা সন্ধান।
গদাঘাতে গিরিবর হয় খান খান॥
যতবার শিলা বৃক্ষ করে নিক্ষেপণ।
করাঘাতে গিরিকন্যা করেন বারণ॥
কোন অস্ত্র নাহি বিন্ধে সবে পরাজয়।
দেখিয়া মহিষাসুর চিন্তা অতিশয়॥
সাত পাঁচ ভাবি বীর লম্ফ দিল কোপে।
ধরিতে পার্ব্বতী কেশ গেল সেই রূপে॥
পার্ব্বতী দেখিয়া পরে অসি লয়ে করে।
মহিষের শিরশ্ছেদ করিলা সত্বরে॥
ছিন্ন হয়ে মহাসুর পড়ে মহীতলে।
জয় জয় ধ্বনি হয় দেবতা সকলে॥
নানা মায়া জানে বীর অসুর দুর্জ্জন।
পুনর্ব্বার দৈত্য রূপে করিছে গর্জ্জন॥
মহিষ আকৃতি ত্যজি দুরন্ত অসুর।
সমরে গর্জ্জন ঘন কম্পে তিন পুর॥
সক্রোধ অন্তরে দৈত্য পার্ব্বতীরে কয়।
মম হস্তে অদ্য তুই যাবি যমালয়॥

রমণী সমর দর্প কি রূপে সহিব।
অবশ্য সমরে আজি তোর প্রাণ লব॥
কাস্তামাত্র না রাখিব এ তিন ভুবনে।
আর না করিব রণ কামিনীর সনে॥
নারীর এতেক দর্প কত সব প্রাণে।
অবশ্য পাঠাব অদ্য সূর্য্য সুত স্থানে॥
ক্ষণেক তিষ্ঠিয়া অদ্য করিলে সমর।
অবশ্য আমার হস্তে যাবি যম ঘর॥
এতেক কহিয়া দৈত্য লয়্যে ধনুঃশর।
পঞ্চবাণ হানে দ্রুত পার্ব্বতী উপর॥
দেখিয়া দৈত্যের বাণ দক্ষ বিনন্দিনী।
অর্দ্ধ পথে নিজ বাণে কাটিলা তখনি॥
পুনর্ব্বার এক গদা করিয়া যতন।
দৈত্যেরে হানিতে দ্রুত করিলা ক্ষেপণ॥
গদা দেখি দৈত্যবর হইয়া কুপিত।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ছিন্ন করিল ত্বরিত॥
অন্য গদা শীঘ্র হস্তে লইয়া ভবানী।
দৈত্যোদ্দেশে ত্যজিলেন করি ঘোর ধ্বনি॥
সে গদাও কাটা গেল দৈত্যাঙ্গজ শরে।
দেখিয়া কুপিতা অতি পার্ব্বতী সমরে॥

যত গদা ছাড়িলেন সেই রঙ্গ স্থানে।
বাহু বলে দৈত্যাঙ্গজ কাটে নিজ বাণে॥
বিক্রমে বিশাল দৈত্য সমরে দুর্জ্জয়।
সসাগরা ধরা কম্পে দেবতা সভয়॥
ব্রহ্ম অস্ত্র নামে বাণ অতি খরশাণ।
কোপে চাপে বসাইল করিতে সন্ধান॥
মন্ত্রপুত করি শর করি নিক্ষেপণ।
দশ দিগ আলো করে সে বাণ কিরণ॥
অতি ত্রস্ত মহেশানী হেরিয়া সে শর।
পাশুপত নামে অস্ত্র ক্ষেপিলা সত্বর॥
সেই অস্ত্রে দৈত্য অস্ত্রে হইল সমর।
তাহে পরাজয় হৈল দৈত্যাঙ্গজ শর॥
পুনরপি অগ্নিবাণ করে নিক্ষেপণ।
বরুণ বাণেতে গৌরী করিলা বারণ॥
পুনঃপুনঃ ত্যজে বাণ যত ছিল শিক্ষা।
ভবানীর স্থানে তার না হইল রক্ষা॥
কোপ ভরে মহেশানী করিলা সন্ধান।
এক শরে লক্ষবাণ অতি খরশাণ॥
অসুর হৃদয়ে বিদ্ধ হইল তখন।
মূর্চ্ছান্বিত দৈত্য করে রুধির বমন॥

কতক্ষণে দৈত্যাঙ্গজ পাইয়া চেতন।
পুনর্ব্বার রণে ধায় করিয়া গর্জ্জন॥
সিংহনাদ মহাঘোর কর্ণে লাগে তালী।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে বলে মার কালী॥
তার সিংহনাদে হয় দেবতার ত্রাস।
সমরে অস্থির অতি খস্তে পড়ে বাস॥
দেবতায় ত্রাসযুক্ত দেখিয়া পার্ব্বতী।
অসিকরে সমরেতে ধান দ্রুত গতি॥
খড়্গাঘাতে অসুরের ছিন্ন করি শির।
সমরে উলঙ্গীবামা গর্জন গম্ভীর॥
দেবগণে মহানাদ দেখিয়া বিচিত্র।
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ভণে মহিষ চরিত্র॥

অথ মহিষাসুর বধ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

দেবগণ কুতূহলে, অসুর নিপাত চ্ছলে,
করিলেন ভবানী স্তবন।
ইহা দেখি দৈত্যপতি, ধরিয়া মহিষাকৃতি,
সমরেতে প্রবেশে তখন॥

দেখিয়া দেবতাগণ, হরিষে বিষাদ মনঃ,
ভাবিলেন একি ঘোর দায়।
শিরশ্ছেদে নাহি মরে, পুনঃ পুনঃ রণ করে,
নিপাতের না দেখি উপায়॥
দেবতায় দেখি ত্রাস, ভবানীর অট্টহাস,
সমরে নহেন ভীত মনঃ।
অসিঘাতে লক্ষ লক্ষ, ছিন্ন হয় বৈরি পক্ষ,
কার সাধ্য করে নিবারণ॥
অশ্ব হস্তী করে ধরি, রথ রথী দৈত্য অরি,
একেবারে করিলা সংহার।
অযুত অযুত অরি, বাহুবলে কেশে ধরি,
খড়্গাঘাতে বধিলা অপার॥
শোণিতে হইল নদী, স্থির নহে প্রতিবাদী,
ভঙ্গ দিয়া করে পলায়ন।
কিঞ্চিৎ যে ছিল সেনা, প্রাণ লয়ো সর্ব্বজনা,
অন্তরিত হইল তৎক্ষণ॥
মহাসুর একা রণে, যুঝিছে ভবানী সনে,
অতিশয় ক্রোধিত অন্তরে।
কতক্ষণ বাহুবলে, যুদ্ধ করে রণস্থলে,
অতিশয় প্রখর সমরে॥

দেখিয়া তাহার রণ, স্বকরে করি ধারণ,
তীক্ষ্ণ অসি অসুর নাশিনী।
মহাঘোর করি রণ, দৈত্যে অসি নিপাতন,
দৈত্য শিরঃ পড়িল তখনি॥
পুনর্ব্বার মায়া বলে, মহাসুর কুতূহলে,
দৈত্য রূপে হইল প্রকাশ।
অর্দ্ধ তার কলেবর, আচ্ছাদিল দিনকর,
অর্দ্ধেক শরীর অপ্রকাশ॥
সাহসে করিয়া ভর, যুদ্ধে ধায় দৈত্য বর,
অতিশয় ক্রোধান্বিত পরে।
কটু বলে ক্রোধ ভরে, তর্জ্জন গর্জ্জন করে,
সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করে॥
ভবানী বলেন রাগে, সুরাপান করি আগে,
ততক্ষণ থাকরে দুর্ম্মতি।
সুরাপানে মত্তা রামা, তর্জন গর্জনে ভীমা,
টল টল চরণ পার্ব্বতী॥
সুরাপানে মত্তা অতি, রণে ধান দ্রুত গতি,
অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তখন।
করিলেন হুহুঙ্কার, ত্রৈলোক্যেতে চমৎকার,
মহাঘোর গভীর গর্জ্জন॥

নাগপাশ নামে অস্ত্র, হস্তে লয়ে বহুশস্ত্র,
দৈত্য প্রতি করিলা ক্ষেপণ।
সেই পাশে দৈত্যপতি, বদ্ধ হয় দ্রুতগতি,
হাহাকার করে সৈন্যগণ॥
ভাবে যত সেনাপতি, মূর্চ্ছাগত দৈত্যপতি,
গরলেতে ব্যাপিত সর্ব্বাঙ্গ।
বাক্য নাহি মুখে সরে, অতিশয় সকাতরে,
সমরেতে ঢালে নিজ অঙ্গ॥
পুনর্ব্বার শৈল সুতা, দৈত্যে দেখি বিবশতা,
ত্রিশূল হানেন বক্ষঃস্থলে।
ক্রমে ক্রমে বলহীন, গরলে করিল ক্ষীণ,
মৃত হেন হৈল হতবলে॥
পুনর্ব্বার নারীমণি, করি অতি ঘোর ধ্বনি,
করিলেন কেশ আকর্ষণ।
কেশ আকর্ষণ করি, দক্ষ হস্তে খড়গ ধরি,
দৈত্য শিরঃ করিলা ছেদন॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ ছিল, দেবী হস্তে প্রাণ দিল,
কৈবল্য পাইল মহাবীর।
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ভণে, মহামায়া শ্রীচরণে,
হৃদয় বারণে কর স্থির॥

অথ দেবতা কৃত দেবীর স্তব।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

মহিষাসুর নিহতে, দেব ঋষি একত্রেতে,
স্তবে রত দেবী সন্নিধানে।
রণ মধ্যে জগদ্ধাত্রী, নম্রমূর্ত্তি জগন্মাত্রী,
রণে স্থিরা সর্ব্ব বিদ্যমানে॥
অপার মহিমা তব, কিঞ্চিৎ জানেন ভব,
পাদপদ্ম অন্তঃপদ্মে ধরি।
অস্মদাদি অসামর্থ্য, তব স্তবে কি সামর্থ্য,
অপার মহিমা ব্যক্ত করি॥
লজ্জা রূপা দিগম্বরী, নির্গুণা ত্রিগুণেশ্বরী,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রসবিনী।
তুমি যারে কর দয়া, অনায়াসে কাটে মায়া,
মায়া রূপা মায়া বিনাশিনী॥
যে জন পড়িয়া দুর্গে, বলে দুর্গে ত্রাহি দুর্গে,
তারে দুর্গে তার গো তারিণী।
তুমি আদ্যা তুমি বিদ্যা, তুমি দশ মহাবিদ্যা,
অবিদ্যা অবিদ্যা সংহারিণী॥

দরিদ্র দারিদ্র্য হরা, দুরাচারে দণ্ডধরা,
সংহার করিলে মহাবীরে।
হইল মহিষ হত, তব হস্ত অস্ত্র পূত,
তারে মুক্ত করিলে সংসারে॥
শক্রুতে মিত্রতা তব, একি হেরি অসম্ভব,
বৈরি প্রতি করিলে করুণা।
মহিষের দুঃখ গেল, অনায়াসে মুক্ত হৈল,
এড়াইল এভব যন্ত্রণা।
দনুজেরে বহুদণ্ডে, দণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে,
যমদণ্ড কর নিবারণ।
ঘোর ভব পারাবার, নাহি যার পারাপার,
তাহার তরণী শ্রীচরণ॥
অস্মদাদি মূঢ়মতি, সংসার সাগরে রতি,
তাহে তনু তরণী ভাসিছে।
দাঁড়ী তাহে আছে ছয়, নিশ্বাসে পবন বয়,
তরঙ্গে ডুবায় তরী পাছে॥
নবছিদ্র তনু তরী, পাপ জলে গেল ভরি,
কুমতি হয়েছে কর্ণধার।
মনোমত্ত ধ্বজী তাহে, কোন্ দিগে কভু বহে,
না রহিবে তরণী এবার॥

দক্ষিণ বাতাস বলে, গুরু মন্ত্র পাল তুলে,
যে জন চালাতে পারে তরি।
অকুলে সে কুল পায়, এই মাত্র সদুপায়,
অনায়াসে যায় কালীপুরী ॥
তুমি যন্ত্রী তুমি যন্ত্র, তুমি তন্ত্র তুমি মন্ত্র,
সৃষ্টি স্থিতি লয় বিধায়িনী।
দয়া করি দেবগণে, নিস্তারিলে নিজগুণে,
তুমি তারা বিপদ ভঞ্জিনী ॥
এত শুনি ভগবতী, তুষ্ট হয়্যে দেব প্রতি,
বরং বৃণু বলিলা ভবানী।
দেবতা বলেন বাণী, তুমি গো বর দায়িনী,
যদি বর দিবে মা ভবানী ॥
এই বর দেও তবে, যখন বিপদ হবে,
দেবতার বিপদ নাশিবে।
দেবগণ কৃত স্তবে, যে স্তব স্মরণ করে,
তার প্রতি তুষ্টা তুমি হবে ॥
তুষ্টা হয়্যে কাত্যায়নী, শুনিয়া দেবতা বাণী,
পুনশ্চ কহিলা মৃদুভাষে।
ঠেকিলে বিপদে ভবে, এই স্তব উচ্চারিবে,
বিপদ ঘুচিবে অনায়াসে ॥

এই স্তব যে গাইবে, চতুর্ব্বর্গ সে পাইবে,
এড়াইবে শমন যাতনা।
ধন ধান্য অবিরত, দাস দাসী কত শত,
লভ্য হবে ঘুচিবে ভাবনা॥
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র দাসে, রচিল ত্রিপদী ভাষে,
দেব কৃত ভবানী স্তবন।
হয়ে অতি কৃত যত্ন, শোধিলা পণ্ডিত রত্ন,
অনালস্যে গ্রন্থ বিবরণ॥

অথ শুম্ভ নিশুম্ভ উপাখ্যান।

পয়ার।

এতবলি ভগবতী হন অন্তর্ধান।
স্বস্থানে দেবতাগণ করিলা প্রস্থান॥
মেধস বলেন পরে শুন নরপতি।
এই রূপে আবির্ভূতা দেবী ভগবতী॥
পুনর্ব্বার যে রূপেতে জগত জননী।
দানব সংহার পরা দানব দলনী॥
শুন তার বিবরণ হয়ে এক মনঃ।
শ্রবণে পরম সুখ পাপ বিমোচন॥

নামেতে নিশুম্ভ শুম্ভ ছিল দুই বীর।
তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতা অস্থির॥
দেব বরে দর্প করি করিল রাজত্ব।
ইন্দ্র সনে যুদ্ধ কর্যে নিল স্বর্গ মর্ত্য॥
ইন্দ্রচন্দ্র বায়ু আদি যম হুতাশনে।
হুতাসে দাসত্বে রত নিশুম্ভ ভবনে॥
দেবতা রাজত্ব দৈত্য করিল হরণ।
দেবতা বলেন ভাল হইলে মরণ॥
শুম্ভ দৈত্য অপমান করিল সবাকে।
এত অপমানে বল বাঁচিয়া কে থাকে॥
রাজ্য ধন দারা রত্ন নিল সব লুট্যে।
দেব হয়্যে হইলাম দানবের মুট্যে॥
অধীর হইয়া সবে স্থিত ধরাতলে।
সতত ভাসেন দেব নয়নের জলে॥
অপ্সরী কিন্নরী আদি যতেক সুন্দরী।
দেবকন্যা নিল হরি সহজে সে অরি॥
এই রূপে দেবগণ বহু দুঃখ মনে।
সকলে করেন যুক্তি অতি সঙ্গোপনে॥
চল সবে ভগবতী আরাধনা করি।
দিয়াছেন পুর্ব্বে বর দেবী মহেশ্বরী॥

যখন পূজিবে সবে অতি ভক্তি ভারে।
দানব গণের ভয় সেইক্ষণে যাবে॥
স্মরিয়া দেবীর বর যতেক অমর।
আরম্ভিলা স্তুতিপাঠ কাঁপে কলেবর॥
নমো নমো নারায়ণী নমো হর জায়া।
সভয়ে অভয় দেও জননি অভয়া॥
কায়িক বাচিক আর মানসিক ভাবে।
পুনঃ পুনঃ প্রণতি তোমারে করি শিবে॥
তাপিত গণের তাপ হর গো তারিণী।
ত্রিগুণা ত্রি সন্ধ্যা রূপা ত্রিতাপ হারিণী॥
তুমি ক্ষুধা তুমি তৃষ্ণা তুমি নিদ্রাকারা।
তুমি বল তুমি বুদ্ধি তুমি ভয় হরা॥
এত শুনি ভগবতী অতি হৃষ্ট মনে।
অনাদরে সর্ব্ব দেবে চলিলেন স্নানে॥
জগত জননী গিয়া জাহ্নবীর জলে।
উচ্চৈঃস্বরে দেবগণে কহিলেন ছলে॥
কার স্তুতি কর সবে কিসের কারণ।
কাতর হয়েছ কেন কহ বিবরণ॥
অদ্ভুত হইল অতি শুন অতঃপর।
দেবী দেহ নির্গত রমণী কলেবর॥

জগতমোহিনী দেবী হইয়া বাহির।
দেবীরে বলেন শুন আমি জানি স্থির॥
আমার স্তবেতে রত যত দেবগণ।
ভীত হয়ে শুম্ভ ভয়ে করিছে ভ্রমণ॥
অভয়া অভয় দিলা দেবতার প্রতি।
দেবতা হইলা তুষ্ট অতি হৃষ্ট মতি॥
কৌষিকী দেবীর নাম সকলে রাখিলা।
যে হেতু শরীর কোষে বাহির হইলা॥
এত শুনি কাত্যায়নী হিমালয় শৃঙ্গে।
অপরূপ রূপ ধরি বসিলেন রঙ্গে॥
চণ্ডমুণ্ড নামে বীর ছিল সেই স্থানে।
দেবীরে দেখিল দোঁহে পাপিষ্ঠ নয়নে॥
সত্বর চলিল দূত দৈত্যবর পাশে।
প্রণাম করিয়া কহে রাজার সকাশে॥
শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন।
হেরিলাম যে আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব কথন॥
অনুমতি যদি হয় বলি বিবরণ।
কহ বলি আজ্ঞা শুম্ভ দিল ততক্ষণ॥
কর যোড়ে সেই দূত বলে নিবেদনে।
একাকিনী এক নারী পর্ব্বতারোহণে॥

হিমালয় শৃঙ্গ আলো করিয়া রমণী।
কি ভাবে বসিয়া আছে কিছুই না জানি॥
দেব কন্যা কিম্বা নারী নাগ কন্যা হবে।
অপ্সরী কিন্নরী কিবা নারি অনুভবে॥
কবি প্রাণকৃষ্ণ ভাষে অপূর্ব্ব কথন।
চণ্ড মুণ্ড সেই রূপ করিল বর্ণন॥

অথ চণ্ড মুণ্ডকৃত কৌষিকী রূপ বর্ণন।

দেব কন্যা হেরো, যায় রূপ হেরো,
হরিষে ঈষদ হাসিছে।
বদন কমল, হেরিয়া কমল,
লাজেতে কমলে ভাসিছে॥
বিনাইয়া বেণী, বেঁধ্যেছে কি বেণী,
যেন কাল ফণি পর্য়েছে।
হেন অনুমানি, কাম ধনুঃ জিনি,
সুভুরু সে কামিনী ধর্য়েছে॥
নয়ন নর্ত্তন, নিরখি খঞ্জন,
নিবিড় গহনে গিয়াছে।
তাহার কজ্জল, ছিল যে উজ্জল,
সজল নীরদ নিয়াছে॥

তাহার যে নাসা, তুলনা বিনাশা,
তাপস ধ্যানাশা নাশিছে।
অতি মনো লোভা, দশনের আভা,
কুন্দে প্রভা কিছু ভাসিছে॥
পক্ব বিম্ব যেন, অধর কিরণ,
কিঞ্চিৎ হরণ করেছে।
তড়িত জড়িত, হাসি বিকাশিত,
হেরিয়া চপলা হয়েছে॥
চারু মহীধর, জিনি পয়োধর,
তাহে জলধর ধেয়েছে।
সে কর যুগল, অতি সুকমল,
কমল মণাল পেয়েছে॥
জিনি হারাবলী, শোভিত ত্রিবলী,
তনু লোমাবলী সেজেছে।
ক্ষীণ কটি হেরি, হরি হরি হরি,
লাজেতে নগর তেজেছে॥
করি কুম্ভ গর্ব্ব, একে বারে খর্ব্ব,
নিতম্ব করিয়া রেখেছে।
জিনি করি কর, ঊরু মনোহর,
এমন কে কোথা দেখেছে॥

হেন অনুমানে, নখর গগণে,
শশী আসি প্রকাশিতেছে।
হেরি পদতল, যেন রক্তোৎপল,
তাহাতে উজ্জ্বল হৈতেছে॥
মরি কত শত, মত্ত মধুব্রত,
মধু লোভে আসি উড়িছে।
তাহার গমন, রাজ হংসগণ,
হেরি মনো দুঃখে পুড়িছে॥
তমো বিনাশন, বসন ভূষণ,
অনিশ অঙ্গেতে ভূষিছে।
প্রাণকৃষ্ণ কবী, ভাষে কত কবি,
আশুতোষ যারে তুষিছে॥

——

পয়ার।

এত বলি চণ্ডমুণ্ড বলে পুনর্ব্বার।
সে নারী সামান্যা নহে অতি চমৎকার॥
গজ আদি অশ্ব রত্ন তোমার অঙ্গনে।
না লও রমণী রত্ন বল কি কারণে॥
ইন্দ্র স্থানে গজ রত্ন ঐরাবত নিলে।
পারিজাত তরুবর ইন্দ্রকে না দিলে॥

উচ্চৈঃশ্রবা হয় আর হংস যুত রথ।
আনিয়াছ বাহুবলে অতি মনোরথ॥
অম্লান পঙ্কজ মালা বরুণ তোমায়।
প্রণাম করিয়া দিল সদা শোভাগায়॥
বরুণের দত্ত ছত্র কাঞ্চন প্রসবি।
উৎক্রান্তিদা মহাশক্তি দিয়াছে ভানবী॥
জলরাজ হৈতে পাশ আনিয়াছ গৃহে।
অগ্নিদত্ত শুচি বস্ত্র তব পরিগ্রহে॥
এ রূপ সমস্ত রত্ন আছে তব ভূপ।
আন আন নারী রত্ন সুখরত্ন কুপ॥
এ কথা শুনিয়া শুম্ভ পাঠায় সুগ্রীবে।
এ কথা বলিয়া তারে ত্বরায় আনিবে॥
যে রূপে সন্তোষ মনে আইসে সে নারী।
সেই রূপে আন দৈত্য তারে তুষ্ট করি॥
নৃপাজ্ঞা পাইয়া দুত যায় দ্রুতগতি।
উপস্থিত হিমালয়ে যেই স্থানে সতী॥
দেবীরে দেখিয়া দূত কহে মৃদুভাষে।
শুম্ভ দূত আসিয়াছি তোমার সকাশে॥
আমার নৃপতি শুম্ভ অতি মহাবলী।
তাহার বলের কথা কিছু আমি বলি॥

আজ্ঞাবর্ত্তী দেবগণ তাঁহার নিকটে।
স্থির ভাবে থাকে সবে কৃতাঞ্জলি পুটে॥
করয়ে যজ্ঞের হবি হরণ নৃপতি।
হইয়াছে এই রূপে দেবের দুর্গতি॥
শুন দেবি এক মনে ভূপতির বাণী।
লোকেতে স্ত্রী রত্ন তুমি অপূর্ব্বা রমণী॥
রত্নের সেবক রাজা রত্ন অধিকারী।
তাঁর উপযুক্ত রত্ন তুমি রত্নেশ্বরী॥
হইবে রাজার তুমি প্রধানা মহিষী।
রবেনা তোমার দুঃখ হবে সুখ রাশি॥
অস্ট আভরণে তুমি ভূষিতা হইবে।
থাকিতে এমন সুখ দুঃখে কেন রবে॥
মনে মনে ভাল রূপে বিবেচনা কর।
আমার সহিতে চল গৌণ পরিহর॥
তব ভালে ভাল সুখ আছে অনুমানি।
যে হেতু হইবে তুমি শুম্ভরাজ রাণী॥
এ কথা শুনিয়া দুর্গা দুর্গতি নাশিনী।
উচ্চভাষে কহিলেন শিখর বাসিনী॥
সত্য বলিতেছ দুত মিথ্যা কিছু নয়।
ত্রিলোকের অধিপতি শুম্ভ মহাশয়॥

কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা মম আছে বাল্য কালে।
অসত্য হইলে দুঃখ হবে পরকালে॥
অল্প বুদ্ধি আমি নারী হয়েছি অবলা।
না বুঝ্যে করেছি পণ পালনে দুর্ব্বলা॥
যে জন করিবে জয় সমরে আমারে।
কিম্বা সম বলী হয় ভজিব তাহারে॥
সে জন হইবে পতি করেছি নিশ্চয়।
তবে কেন দেহ তুমি মিথ্যা পরিচয়॥
শুম্ভ নিশুম্ভেরে কহ যাইয়া সত্বরে।
আমারে লউক তারা জিনিয়া সমরে॥
এ কথা শুনিয়া দূত পরিহাসে কয়।
অতি অল্প বুদ্ধি নারী না করি সংশয়॥
ত্রিভুবন মধ্যে বীর আছে কে এমন।
শুম্ভ কি নিশুম্ভ সঙ্গে করিবেক রণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি সভয় সকলে।
একানারী রণ কথা আমারে কহিলে॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণাদি নাহি ধরে ধৈর্য্য।
একাকিনী যুদ্ধ চাহ এ বড় আশ্চর্য্য॥
এখনে কদাচ তুমি না যাবে কথায়।
কেশ আকর্ষণ করি লইব তথায়॥

এত শুনি ভগবতী কহিলেন হাসে।
বলবান বড় শুম্ভ সর্ব্বত্র প্রকাশে॥
না বুঝ্যে করেছি পণ কি করি এক্ষণে।
রাজারে সম্বাদ বল জয়ী হন রণে॥
এতেক শুনিয়া দূত কোপেতে চলিল।
শুম্ভ নিশুম্ভের পাশে বিস্তারে কহিল॥
দূত বাক্য শুন্যে শুম্ভ ক্রোধাকুল মনে।
ধূম্রলোচনেরে আজ্ঞা করিল তৎক্ষণে॥
যাও যাও ধূম্র বীর হর্য়ে আন নারী।
রমণীর এত গর্ব্ব সহিতে না পারি॥
সসৈন্যে যাইয়া কেশে ধর গিয়া তায়।
বধিবে তাহার প্রাণ যে থাকে সহায়॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিম্বা আর যক্ষঃ রক্ষ।
স্বচ্ছন্দে বধিবে তুমি নারীর যে পক্ষ॥
সাজিল সে ধূম্র বীর রণ করিবারে।
ক্ষুব্ধ হৈল ত্রিভুবন কম্পো থর থরে॥
ধেয়্যে গিয়া হিমালয়ে দেবী প্রতি কয়।
রাজ সন্নিধানে চল অন্যথা না হয়॥
এই কথা বলে আর ধায় দেবী প্রতি।
কোপেতে হুঙ্কার শব্দ করিলা পার্ব্বতী॥

সেই হুহুঙ্কার শব্দে হয় ভস্মরাশি।
দেখিয়া তাহার সৈন্য যুদ্ধ করে আসি॥
তখন দেবীর সিংহ কোপে পূর্ণ হয়।
সৈন্য সনে করে রণ সৈন্য প্রাণ লয়॥
কারু বক্ষঃ চিরো রক্ত করিলেক পান।
কারে নখাঘাতে সিংহ করে খান খান॥
কাহারে চপেটাঘাত করিল কেশরী।
কোন বীর দন্তাঘাতে যায় যমপুরী॥
ক্ষণ মধ্যে মহাসিংহ সৈন্য বধ করি।
আইল দেবীর পাশে মহাবল হরি॥
ভগ্নদত শুম্ভ পাশে গিয়া ত্বরা করি।
যুদ্ধের বৃত্তান্ত সব কহিল বিস্তারি॥
গিয়াছেন ধূম্র বীর শমনের পুরে।
অন্য অন্য সৈন্য যত গত যম ঘরে॥
শুনি বীর চণ্ড মুণ্ডে করিল আদেশ।
নারীরে হরিয়া আন আমার নিদেশ॥
ভাষে প্রাণকৃষ্ণ কবী কালীর কৃপায়।
দেবীর মাহাত্ম্য কথা জীবের উপায়॥

অথ চণ্ড মুণ্ড বধ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

আজ্ঞাতে সাজিল চণ্ড, ক্রোধে পরিপূর্ণ মুণ্ড,
প্রচণ্ড সৈন্যেতে পরিবৃত।
দগড় দগড়া বাজে, চণ্ড মুণ্ড যুদ্ধে সাজে,
অস্ত্র শস্ত্র লয়ে নানা মত॥
গিয়া অতি দ্রুত গতি, যে স্থলেতে ভগবতী,
করে বহু বাণ বরিষণ।
কোপে কাঁপি মহামায়া, যার মায়া মহামায়া,
কালীবর্ণ হইলা তখন॥
তাঁহার ললাট হৈতে, মহাশক্তি আচম্বিতে,
বাহির হইলা ভয়ঙ্করা।
ঘোরতর মহাশব্দ, হইল ত্রিলোক স্তব্ধ,
পদ ভরে ধরণী অধরা॥
কৃষ্ণ বর্ণা ত্রিনয়না, তাহে বিকট দশনা,
করাল বদনা ভয়ঙ্করা।
চতুর্ভুজে শোভা পায়, খড়্গ চর্ম্ম অস্ত্র তায়,
নর শিশুকর কটিধরা॥

ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানা, মুণ্ডমালা বিভূষণা,
শুষ্ক মাংসা অতি ভৈরবিণী।
অতি বিস্তার বদনা, তাহাতে লোল রসনা,
ভীষণা হুঙ্কার নিনাদিনী॥
অতিবেগে দ্রুত গিয়া,সৈন্য মধ্যে প্রবেশিয়া,
ভক্ষণ করেন সৈন্যচয়।
হয় গজ রথরথী, সরথ সর্ব্ব সারথী,
পদাতি প্রভৃতি সমুদয়॥
লয়্যে বামা এক করে, অনায়াসে গ্রাস পরে,
ভীম রবে করেন চর্ব্বণ।
দশনে ভীষণ শব্দ, শুনি দৈত্যগণ স্তব্ধ,
নানা দিগে করে পলায়ন॥
হান হান শব্দ করে, ত্রাণ নাহি এ সমরে,
কার সাধ্য রণ করে আসি।
এ রূপ দেখিয়া চণ্ড, দ্রুত গতি ধায় মুণ্ড,
দেবী অঙ্গে হানিবারে অসি॥
দেবী চণ্ডে নিরখিয়া, সিংহ পৃষ্ঠে আরোহিয়া,
ধরিলা চণ্ডের কেশ পাশে।
লইয়া নিষ্কোষ অসি, ক্রোধ ভরে ধর্য্যে কষি,
মস্তক কাটিলা অনায়াসে॥

হেরো মুণ্ড ক্রোধাকুল,হয়্যে গেল স্থূলে ভুল,
দেবীর সম্মুখে ধায় দ্রুত।
ত্যজিল শমন বাণ, মহাবীর ত্বরাবান,
দেবী হস্তে হৈল অস্ত্র হত॥
মহেশানী লম্ফ দিয়া, মুণ্ড মুণ্ড আকর্ষিয়া,
ছেদ ভেদ করিলা তখন।
চণ্ড মুণ্ড মুণ্ড লয়্যে,কৌষিকী সম্মুখে গিয়ে,
মৃদু২ কহিলা বচন॥
যুদ্ধ যজ্ঞে চণ্ড মুণ্ড, মম হস্তে হৈল খণ্ড,
তুমি শুম্ভ নিশুম্ভে বধিবে।
চণ্ডিকা বলেন বাণী, চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী,
চামুণ্ডা তোমারে লোকে কবে॥
হেরিয়া অতি অদ্ভুত, দ্রুত গিয়া ভগ্ন দূত,
রাজার নিকটে সব কয়।
শুন বলি মহারাজ, যুদ্ধের বৃত্তান্ত আজ,
চণ্ড মুণ্ড গেছে যমালয়॥
শুনি শুম্ভ অতি ভয়ে,আজ্ঞা দিল সৈন্য চয়ে,
যুদ্ধ সজ্জা কর অদ্য সবে।
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র বলে, দেবীর চরণ তলে,
রাখ মনঃ অতি ভক্তি ভাবে॥

অথ রক্তবীজ বধ।

পয়ার।

আজ্ঞা পেয়ে সর্ব্ব সৈন্য চলিল তখন।
ষড়শীতি কম্বু জাতি দেখিতে শমন॥
চলিল অসুর কুল পঞ্চাশত কোটি।
ধৌম্র কুল কতশত যায় পরিপাটী॥
কালাক দৌহৃত মৌর্য্য আর কাল কেয়।
যুদ্ধেতে করিল সজ্জা নাহি পরিমেয়॥
আগত অসুর বর্গ দেখি ভগবতী।
টঙ্কার নিঃস্বনে পূর্ণ করিলেন ক্ষিতি॥
সিংহ করে মহানাদ অতি ভয়ঙ্কর।
ঘণ্টার ধ্বনিতে ধ্বনি হইল বিস্তর॥
সেই নাদে পরিপূর্ণ হইল গগণ।
কালীর হুঙ্কার রবে কম্পে দৈত্য গণ॥
ইতি মধ্যে দৈত্যকুল নাশ করিবারে।
আইলা অমর শক্তি চতুর্দ্দিগে ঘেরে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইন্দ্র আর ষড়ানন।
সবার শরীরে শক্তি মূর্ত্তি মতী হন॥
যে দেবের যেই শক্তি যেমন ভূষণ।
যেমন বাহন তাঁর হইয়া তেমন॥

আইলা সকল শক্তি যুদ্ধ করিবারে।
হংস যুক্ত রথ অক্ষ কমণ্ডলু করে ॥
আইলা ব্রহ্মার শক্তি নামেতে ব্রহ্মাণী।
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূল ধারিণী ॥
সর্পের বলয় হস্তে চন্দ্র রেখা ধরা।
আইলা শিবের শক্তি অতি ভয়ঙ্করা ॥
কাত্যায়নী শক্তি হস্তা ময়ূর বাহনা।
কার্ত্তিকেয় শক্তি সেই সমরে ভীষণা ॥
ধাইলা বৈষ্ণবী শক্তি গরুড় উপরে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধৃত চতুঃ করে ॥
যজ্ঞীয় বরাহ রূপ ধারী নারায়ণ।
তাঁহার বারাহী শক্তি আইলা তখন ॥
নরসিংহ শক্তি সেই রূপ বিধায়িনী।
নারসিংহী আসিলেন দৈত্য বিনাশিনী ॥
তাঁহার জটার শ্রেণী ঠেক্যেছে গগনে।
চঞ্চল নক্ষত্রগণ সে জটা ক্ষেপণে ॥
ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের শক্তি মাতঙ্গ বাহনে।
সহস্র নয়ন ধরা সমর ভবনে ॥
এই সব শক্তি সঙ্গে সমারোহ লয়্যে।
আইলা ঈশান দেব আশুতোষ হয়্যে ॥

চণ্ডীরে বলিলা শিব গম্ভীর বচন।
অতি শীঘ্র দৈত্য কুল কর বিনাশন॥
তাহাতে আমার প্রীতি জানিবে নিশ্চয়।
শীঘ্র করো যুদ্ধ কর বিলম্ব না হয়॥
ভীষণা ভবানী তবে বলিলা বচন।
হইয়া আমার দুত করহ গমন॥
শুম্ভ কি নিশুম্ভ বীর আছে যে স্থানেতে।
বল গিয়া এই বাক্য অতি অভয়েতে॥
জীবনের আশা যদি সকলের থাকে।
পাতালে পলায় রাজ্য প্রদানে ইন্দ্রকে॥
আর যদি যুদ্ধাকাংক্ষা থাকে মনে মনে।
আসুক সমরে তৃপ্তি পাবে শিবাগণে॥
যে হেতু শিবেরে দুত করিলা পার্ব্বতী।
সেই হেতু ধরাতলে নাম শিব দুতী॥
দেবী বাক্যে শিব দুত গিয়া দ্রুত গতি।
বলিলেন বলিলেন যাহা ভগবতী॥
শিব বাক্য শুনি ক্রোধে যত দৈত্যগণ।
নানা অস্ত্র লয়ে যুদ্ধে চলিল তখন॥
যে স্থানেতে কাত্যায়নী ছিলা দাঁড়াইয়া।
বাণ বরিষণ করে গগণাচ্ছা দিয়া॥

অবহেলে কাত্যায়নী কাটিয়া সে বাণ।
ত্যজিলা আপন বাণ ভেদে মর্ম্ম স্থান॥
অগ্রে গিয়া মহাকালী মহাশূল লয়ে।
দৈত্য অঙ্গ ভেদিলেন অভয়া অভয়ে॥
কমণ্ডলু জল ক্ষেপ করিলা ব্রহ্মাণী।
সেই জলে হত তেজঃ হৈল দৈত্য শ্রেণী॥
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেতে বৈষ্ণবী চক্রেতে।
বহু দৈত্য হত হৈল ক্ষণেক মাত্রেতে॥
কৌমারী স্বশক্তি পাতে ইন্দ্রাণী বজ্রেতে।
প্রাণ ত্যজি পড়ে দৈত্য ধরণী তলেতে॥
রুধির বমন হয় কারু মুখ হৈতে।
কেহ ত্রাহি করে দৈত্য জল পিপাসাতে॥
বারাহী চক্রেতে কারু বক্ষো বিদারণ।
নখাঘাতে যায় কেহ শমন সদন॥
নারসিংহী নাদে পূর্ণ ধরণী গগণ।
কেহ চণ্ড হাস্য রবে ত্যজিল জীবন॥
শিব দূতী ধরিলেন অস্ত্রে দৈত্যগণ।
সেই সব শব কালী করিলা ভোজন॥
এই রূপে মাতৃগণ অতি ক্রুদ্ধ মনে।
বধিলেন দৈত্য সৈন্য সমর সদনে॥

কত শত দৈত্যগণ কণ্ঠাগত প্রাণ।
পলায়ন করে কেহ হয়্যে অপমান॥
দৈত্য বংশ ধ্বংস হৈল এ রূপেতে কত।
রক্তবীজ হেরিয়া হইল ক্রোধ গত॥
যাহার শোণিত বিন্দু পড়িলে ধরাতে।
সেই রূপ রক্তবীজ উঠে তৎক্ষণেতে॥
সেই যুদ্ধ করে পুনঃ গদা লয়্যে করে।
ইন্দ্রাণী বজ্রেতে সেই রক্তবীজ মরে॥
বজ্রাঘাতে রক্তবীজে বহে রক্ত ধারা।
ধরাতে পড়িয়া রক্ত হয় সেই ধারা॥
যত রক্ত বিন্দু তার পড়িল ধরাতে।
তত রক্তবীজ উঠ্যে ধায় সমরেতে॥
ইন্দ্রাণী ছাড়েন বজ্র অতি ক্রোধ ভরে।
ছিন্ন শিরঃ রক্তবীজ হইল সমরে॥
তাহার রক্তের ধারা যতেক পড়িল।
সহস্র২ বীর তৎক্ষণে হইল॥
বৈষ্ণবী চক্রেতে যত রক্তবীজ মরে।
সে রক্তে ব্যাপিত বীর এ তিন সংসারে॥
যত দেব শক্তিগণ সমর ভবনে।
তাহাদের পৃষ্ঠে গদা রক্তবীজ হানে॥

গদাঘাতে মূর্চ্ছিতা হইলা শক্তিগণ।
দেবগণ মহাভীত দেখিয়া তখন॥
বিষণ্ণ হইলা দেব মুখে নাহি বাণী।
এই রূপ দেবগণে দেখিয়া ভবানী॥
চণ্ডিকা কহিলা পরে চামুণ্ডার প্রতি।
বিস্তার বদনা হও তুমি শীঘ্রগতি॥
রসনা বিস্তার কর ধরণী মণ্ডলে।
তবোপরি রক্তবীজে বধি কুতূহলে॥
মম অস্ত্রাঘাতে যত রুধির ঝরিবে।
সে সব শোণিত তুমি ভক্ষণ করিবে॥
নীরক্ত হইবে রক্ত বীজ সমরেতে।
অবশ্য ত্যজিবে প্রাণ আমার যুদ্ধেতে॥
এ কথা শুনিয়া কালী হরষিত মনে।
চামুণ্ডা রহিলা তথা বিস্তার বদনে॥
তাঁহার রসনোপরি রক্তবীজে রাখি।
সন্ধান করিয়া বাণ ত্যজিলা সুমুখী॥
রক্তবীজ নিপতিত কালী রসনায়।
ভক্ষণ করিলা রক্ত না পড়ে ধরায়॥
এই রূপে রক্তবীজ নিপাত হইল।
পুনর্ব্বার মুখ মধ্যে কতেক জন্মিল॥

চর্ব্বণ করিলা কালী দশন ঘর্ষণে।
তবে সে ত্যজিল প্রাণ রক্তবীজ গণে॥
রহিল প্রধান রক্তবীজ মাত্র রণে।
কালিকা করিলা তারে নীরক্ত ভক্ষণে॥
ধরায় পড়িল রক্তবীজ সেনাপতি।
বধিলা তাহারে প্রাণে দেবী ভগবতী॥
দেখিয়া আনন্দ মনঃ যত দেবগণ।
কৃতাঞ্জলি পুটে স্তব করিলা তখন॥
নৃত্য পরা মাতৃগণ অতি কুতূহলে।
করয়ে দুন্দুভি ধ্বনি দেবতা সকলে॥
কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি করিলেন গান।
রক্তবীজ সংগ্রাম হইল সমাধান॥
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ভণে পয়ার প্রবন্ধে।
আনন্দময়ীরে ভাব সকলে আনন্দে॥
বিদ্যাচার্য্য ভট্টাচার্য্য করিলা শোধন।
শ্রীদেবী মাহাত্ম্য কথা সুজন রঞ্জন॥

অথ নিশুম্ভ বধ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ভগ্ন দূত ঊর্দ্ধশ্বাসে, ধাইয়া রাজার পাশে,
রণ বার্ত্তা করে নিবেদন।
কহিতে অন্তরে ভয়, শুন ভূপ মহাশয়,
রক্তবীজ সমরে পতন॥
শুনিয়া নিশুম্ভ বীর, কোপেতে হয়ে৷ অস্থির,
দ্রুত ধায় সমর সদন।
অশ্ব গজ রথ রথী, লয়ে৷ কত সেনাপতি,
চলে বীর করিবারে রণ॥
অঙ্গে নানা আভরণ, পরিধানে সুশোভন,
রাজবেশে রথ আরোহিল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা, খণ্ডন কে করে তাহা,
ক্রোধে বীর সমরে চলিল॥
সঙ্গে শুম্ভ মহাবলী, চলিল সমর স্থলী,
বীর দাপে ধরাকম্পা হয়।
দৈত্য পক্ষ সৈন্যগণ, করে মহা আস্ফালন,
রঙ্গ সঙ্গে নাহি করে ভয়॥

নিশুম্ভ আগত রণে, দেখি অতি হৃষ্ট মনে,
চামুণ্ডা করিলা অট্টহাস।
চামুণ্ডা মাতৃকা সঙ্গে, করিলা সুনৃত্য রঙ্গে,
কিঞ্চিৎ না হয় মনে ত্রাস॥
আদেশে অসুর পতি, সারথিরে দ্রুত গতি,
চামুণ্ডা সম্মুখে রাখ রথ।
হয়্যে অতি সাবধান, লইয়া রাজার পান,
সারথি চালায় সেই মত॥
হইয়া বিশাল ক্রুদ্ধ, নিশুম্ভ করিতে যুদ্ধ,
ধনুঃ হস্তে হৈল অগ্রসর।
সক্রোধে উন্মত্ত বীর, সমরে না হয় স্থির,
স্বকরে লইল খর শর॥
ধনুঃ লয়্যে ক্রোধ মনে,টঙ্কার দিতেছে ঘনে,
শব্দ যেন শত বজ্রাঘাত।
করে ঘন আস্ফালন, দৃষ্টে ভীত সর্ব্বজন,
মেঘেতে সঞ্চরে তপ্ত বাত॥
নিশুম্ভের দর্প হেরি, ক্রুদ্ধা হয়্যে মাহেশ্বরী,
দশ অস্ত্রে করিলা প্রহার।
নিশুম্ভ শরীরে বাণ, হয়্যে গেল খান খান,
হেরিয়া সকলে চমৎকার॥

পুনঃ পুনঃ যত বাণ, হয়্যে অতি সাবধান,
চামুণ্ডা করিলা নিক্ষেপণ।
দৈত্যপতি বিচক্ষণ, শীঘ্র হস্তে ততক্ষণ,
দেবী অস্ত্র করে নিবারণ॥
এই রূপে মহামতি, যুদ্ধ করে যোদ্ধাপতি,
স্থির কৈল প্রখর সমরে।
বাহু বলে মহাবীর, বাহিনী করিয়া স্থির,
মহাদর্পে বীর ধ্বনি করে॥
দর্প করে দৈত্যপতি, হেরিয়া সক্রুদ্ধা সতী,
শূন্য হস্তে ধাইলা সমরে।
মুখে শব্দ এই মাত্র, ধ্বংস কর দৈত্য গোত্র,
নিশুম্ভাদি দেবারি সত্বরে॥
গজ বাজি রথ রথী, স্বকরে ধরিয়া সতী,
বাহু বলে করিলা সংহার।
পতাকী দুরন্ত সেনা, বাম হস্তে সর্ব্বজনা,
দক্ষ হস্তে করিলা প্রহার॥
রথধ্বজ শত শত, চামুণ্ডা করিলা হত,
রণ স্থলে করিয়া বিক্রম।
হত রথে, নিক্ষেপিলা দূর পথে,
একা বামা বিক্রমে অসীম॥

পদাঘাতে কোনজন, প্রাণ ত্যজে ততক্ষণ,
গড়াগড়ী গাড়িতে হইল।
কোন দৈত্য প্রহারেতে, চূর্ণ হয়্যে ধরণীতে,
মৃতন্যায় হইয়া রহিল॥
কোন দৈত্য কেশে ধরি, দণ্ডেদণ্ডে দণ্ড করি,
যমালয়ে করিলা প্রেরণ।
অতি ক্রোধে মহেশানী,মথিলা দনুজ শ্রেণী,
ক্ষণ মাত্রে করি ঘোর রণ॥
শোণিতের স্রোত রাঙ্গা, ভাদ্রমাসে যেন গঙ্গা,
বহিতেছে সমর সদনে।
তাহে যত সৈন্যগণ, রথ গজ অগণন,
পতাকী ভাসিল ক্ষুব্ধ মনে॥
কেহ করে হায় হায়, কেন যুদ্ধে প্রাণ যায়,
পলাইয়া রাখিব জীবন।
কোন দৈত্য কটু বলে, নিশুম্ভেরে রণস্থলে,
কেহবা করিছে পলায়ন॥
দৈত্যগণ মহাভীত, অতিশয় খেদান্বিত,
নিশুম্ভ হেরিয়া সমরেতে।
গদা লয়্যে দ্রুতগতি, সমরেতে দুষ্ট মতি,
চামুণ্ডারে ধাইল মারিতে॥

ক্রোধে গৌরী রণ স্থলে, নিশুম্ভের বক্ষস্থলে,
চাপড় হানিলা বাহু বলে।
ততক্ষণ দৈত্যরাজে, মূর্চ্ছাগত রণ মাঝে,
হাহাকার করিল সকলে॥
মূর্চ্ছিত ভ্রাতারে হেরি, শুম্ভ বীর দর্প করি,
সমরেতে প্রবেশে তখন।
বৃষ্টিধারা সম শর, বৃষ্টি করে দৈত্যবর,
আচ্ছাদিয়া তপন কিরণ॥
হেরিয়া শুম্ভের শর, মহেশানী দ্রুত তর,
নিজ অস্ত্র করিলা ক্ষেপণ।
সেই শরে দৈত্য শর, অন্তরীক্ষে নিরন্তর,
যুদ্ধ করি হইল পতন॥
শর ব্যর্থ দেখি দৈত্য, ক্রোধ ভরে হয়ে মত্ত,
পুনর্ব্বার নিশুম্ভ ধাইল।
হেন কালে দৈত্যবর, ধরিয়া সহস্র কর,
যুদ্ধাকাংক্ষী হইয়া আইল॥
দেবারি সহস্র করে, সহস্রেক ধনুঃধরে,
একত্র সহস্র ত্যজে শর।
ক্রোধান্ধ নিশুম্ভ ভূপ, যুদ্ধ করে অপরূপ,
সহস্র বাহুতে নিরন্তর॥

ক্রোধাকুল দৈত্যপতি, বাণ ত্যজে চণ্ডী প্রতি,
এক যোগে করিয়া সন্ধান।
বিপক্ষ দলন বাণ, অতিশয় খরশাণ,
শূন্যে উঠে অনল সমান॥
দেখিয়া বিপক্ষ শর, ভগবতী দ্রুত তর,
নিজ বাণ করিলা ক্ষেপণ।
অর্দ্ধ পথে সেই শরে,দৈত্য অস্ত্র ছিন্ন করে্য,
পুনঃ আসি বন্দিল চরণ॥
পুনর্ব্বার মাহেশ্বরী, নাশিতে অমর অরি,
ত্যজিলেন পঞ্চলক্ষ শর।
তিন লক্ষ দৈত্যোপরে,সৈন্যেরে দ্বিলক্ষশরে,
রণ মধ্যে বিন্ধেন সত্বর॥
কাহার নাসিকা শরে, ছিন্ন হয় ধরোপরে,
কাহার কাটিল দুই পদ।
কোনজন বাণানলে, ভস্মরাশি রণ স্থলে,
কোন দৈত্য ভাবিছে বিপদ॥
শরাঘাতে কোন দৈত্য, সমরে উন্মত্ত চিত্ত,
কেহবা ভূমিতে ঘষে মুখ।
কত দৈত্য মৃত হেন, বাণানলে দগ্ধ যেন,
কেহবা চিন্তয়ে মনোদুঃখ॥

কোটী কোটী গজ হয়, অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয়,
কোটী কোটী বাহিনী পতন।
অশ্বসাধী গজসাধী, কোটী কোটী প্রতিবাদী,
অস্ত্রাঘাতে ত্যজিল জীবন॥
সৈন্যগণ দেখি হত, নিশুম্ভ রণে আগত,
চামুণ্ডার সনে যুঝিবারে।
হানে অস্ত্র জাঠাশূল, হেরি হয় স্থূল ভুল,
ত্যজে কোপে চামুণ্ডা সংহারে॥
জাঠা হেরি ভগবতী, ভর্জ্জন গর্জ্জন অতি,
বাম হস্তে ধরিলা তখন।
এই রূপে মহাক্রুদ্ধ, দোঁহেতে হইল যুদ্ধ,
কার সাধ্য করে নিবারণ॥
অতি কোপে হৈমবতী, রণ মধ্যে দৈত্য প্রতি,
মুষ্ট্যাঘাত করিলা তখন।
চামুণ্ডার প্রহারেতে, সকাতরে সমরেতে,
নিশুম্ভ হইল অচেতন॥
নিশুম্ভে মূর্চ্ছিত হেরি, অসি করে মাহেশ্বরী,
ছেদ ভেদ করিলা তখন।
প্রাণ ত্যজি দৈত্য ভূপ, এড়াইল মায়া কুপ,
জ্ঞান তত্ত্বে নিবেশিল মনঃ॥

প্রাণকৃষ্ণ মিত্র কয়, ত্রাণ কর ভবভয়,
কৃপা করি হে ভব ভাবিনী।
আমি অতি মূঢ়মতি, কি জানি তোমার স্তুতি,
নিজ গুণে উদ্ধার ভবানি॥

অথ শুম্ভ বধ।

পয়ার।

রণেতে নিশুম্ভ বীর ত্যজিল জীবন।
হেরিয়া কাতর শুম্ভ ঝরে দুনয়ন॥
অত্যন্ত কাতর রাজা না হয় সুস্থির।
ধূলায় ধূসর হয়্যে কান্দে মহাবীর॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে অত্যন্ত কাতর।
এক দৃষ্টে নিরখে সোদর কলেবর॥
কহে ভাই বাহু বলে ত্রৈলোক্যের রাজা।
তব বাহু বলে দেব দৈত্য করে পূজা॥
তোমার প্রতাপে দেব দৈত্য পায় ভয়।
রমণী সমরে অদ্য হইলে বিলয়॥
কি ছার এ মম প্রাণ তোমার বিহন।
নিশ্চয় করিয়া যুদ্ধ ত্যজিব জীবন॥

তোমার বিচ্ছেদে আমি অত্যন্ত কাতর।
মরি কিবা মারি অদ্য করিব সমর॥
এত বলি শুম্ভ বীর ক্রোধান্ধ হইয়া।
যুদ্ধে ধায় মহাকায় অস্ত্রাদি লইয়া॥
রণ স্থলে শুম্ভ আসি দেবীরে কহিল।
তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ অবশ্য হইল॥
একাকী করিবে রণ সহায় বিহীনে।
এখন সহায় দেখি বল কি কারণে॥
এক্ষণে অন্যের বল করিয়া আশ্রয়।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে যুদ্ধ করা ভাল নয়॥
এ কথা শুনিয়া দেবী কহিলেন সার।
এ সকল মম শক্তি দেখ নানাকার॥
এতেক বলিয়া দেবী দাঁড়াইলা শেষ।
দেবী দেহে সব শক্তি করিলা প্রবেশ॥
একাকিনী হয়ে দেবী বলিলা বচন।
হইলাম একাকিনী কর আসি রণ॥
অন্ধকার করি বাণ করিলা বর্ষণ।
ঘোরতর শব্দে বাণ করিল গমন॥
হেরি বাণ শৈল সুতা করিলা সন্ধান।
সেই শরে দৈত্য বাণ হইল দুখান॥

পুনর্ব্বার দৈত্যপতি অতিশয় দাপে।
দ্রুত পঞ্চ লক্ষ শর বসাইল চাপে॥
সিংহনাদ করিঘোর করিয়া গর্জ্জন।
মন্ত্র পুত করি শরে দিল বিসর্জ্জন॥
দশ দিগ আলো করে বাণের কিরণ।
মুহূর্ত্তেকে আচ্ছাদিল সমর সদন॥
দৈত্য শর নিরখিয়া চামুণ্ডা সত্বর।
মন্ত্র পুতে ত্যজিলেন আপনার শর॥
সেই শরে দৈত্য শরে শূন্যেতে তখন।
কতক্ষণ যুদ্ধ করি হইল পতন॥
উভয়ে হইল যুদ্ধ অপুর্ব্ব কথন।
সংক্ষেপে বৃত্তান্ত কহি শুন সর্ব্বজন॥
নাগ পাশ নামে অস্ত্র করিয়া যতন।
মন্ত্রপুত করি শুম্ভ করে নিক্ষেপণ॥
সহস্র২ নাগ হইয়া তখন।
চামুণ্ডা দংশন হেতু করিল গমন॥
নাগ গণে দেখি চণ্ডী করিলা সন্ধান।
গরুড়াস্ত্র নামে বাণ অতি খরশাণ॥
সহস্র২ খগ তখনি যাইয়া।
একান্তে করিতে যুদ্ধ চলিল ধাইয়া॥

খগ দেখি নাগগণ মাথা নোয়াইয়া।
উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল রণ তেয়াগিয়া॥
অবশিষ্ট যাহা ছিল করিয়া ভক্ষণ।
শুম্ভেরে গিলিতে পরে করিল গমন॥
খগ দেখি দৈত্য পতি অত্যন্ত সভয়ে।
আগ্নেয় নামেতে অস্ত্র ত্যজিল অভয়ে॥
সেই অস্ত্র হইতে হইল ধূম রাশি।
তাহাতে যতেক পক্ষী হয় ভস্মরাশি॥
বায়ু ভরে সেই ধূম ব্যাপিল সকল।
ক্ষণ মাত্রে উত্তরিল সেই রণ স্থল॥
ধূম দেখি ধূমাবতী সক্রোধ অন্তরে।
বরুণাস্ত্র নামে বাণ ছাড়িলা সত্বরে॥
সে বাণ হইতে জল হইয়া সজ্জন।
বিশাল মুষল ধারা বর্ষে ততক্ষণ॥
অগ্নি গর্ব্ব খর্ব্ব করি বরুণাস্ত্রগণ।
মত্ত হয়ে সমরেতে ধাইল তখন॥
সেই ক্ষণে দৈত্যপতি করিয়া যতন।
বায়ব্য নামেতে অস্ত্র করে নিক্ষেপণ॥
সে বাণে হইল ঝড় যেমন প্রলয়।
রথধ্বজ শৈল চূড়া বৃক্ষ চূর্ণ হয়॥

মহাঝড়ে বরুণাস্ত্র উড়াইয়া দিল ;
পুনরপি নিজ তেজে রণে প্রবেশিল ॥
দেখিয়া বায়ব্য বাণ দেবী ভগবতী।
ত্যজিলেন পর্ব্বতাস্ত্র অতি হৃষ্ট মতি ॥
সেই বাণে গিরিবর হয়্যে মূর্ত্তিমন্ত।
সমরে হইল যেন সমীর কৃতান্ত ॥
পর্ব্বত দেখিয়া বায়ু করে পলায়ন।
ধাইল পর্ব্বত রণে করিয়া গর্জ্জন ॥
গিরি হেরি শুম্ভ বীর হইয়া ক্রোধিত।
নিজবাণে শৈলে খণ্ড করিল ত্বরিত ॥
নানা রূপে ক্রোধে দোঁহে উপজিল রণ।
যার যত শিক্ষা বাণ তথা নিক্ষেপণ ॥
দোঁহাকার ঘোর রবে ভীত সর্ব্বজন।
পদ ভরে সসাগরা কাঁপে সর্ব্বক্ষণ ॥
বাণের ঠন ঠনি আর সৈন্য কোলাহলে।
পর্ব্বতাদি বাসিগণ সভয় সকলে ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ ভীত সর্ব্বজন।
তাপস ধ্যানাশা ত্যজি চিন্তে অনুক্ষণ ॥
জীব জন্তু আদি কম্পে ত্রৈলোক্য নিবাসী।
জলচরগণ ভীত মহাভয় রাশি ॥

তবে কতক্ষণ পরে শুম্ভ দৈত্যপতি।
কোপেতে চাপড় হানে চামুণ্ডার প্রতি॥
তাহার চপেটাঘাত সহিয়া পার্ব্বতী।
মুষ্ট্যাঘাত করিলেন অতি দ্রুতগতি॥
চামুণ্ডা চপেটাঘাতে দৈত্য মূর্চ্ছান্বিত।
ক্ষণেকে সুস্থির হয়্যে উঠিল ত্বরিত॥
ক্রোধাকুল হয়্যে বীর লইয়া মুদ্গার।
পার্ব্বতী উদ্দিশ্যে তারে নিক্ষেপে সত্বর॥
মুদ্গার হেরিয়া গৌরী করিয়া সন্ধান।
তীক্ষ্ণ শরে মুদ্গারে করিলা খান খান॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি শুম্ভ হইয়া কুপিত।
চামুণ্ডার কেশে ধরি উঠিল ত্বরিত॥
কেশ আকর্ষণ করি দক্ষিণ হস্তেতে।
তেজঃ পুর্ণ মহাবীর উঠিল শূন্যেতে॥
বায়ু ভরে করি ভর যুঝিছে নির্ভয়।
তুল্য বল দুই পক্ষ সমান উভয়ে॥
তিলেক না হয় শ্রম যুদ্ধ নিরন্তর।
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা সতত সমর॥
ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষিগণ আর দেব মুখ।
একত্র হইয়া সবে দেখিলা কৌতুক॥

পঞ্চ বষ হয় যুদ্ধ না ছিল বিশ্রাম।
তিলেক বিশ্রাম হেতু না হয় বিরাম॥
নিরন্তর যুদ্ধ করি দেবারি নন্দন।
কিঞ্চিৎ শরীরে শ্রম হইল তখন॥
সেই কালে হৈমবতী ধরিয়া স্কন্ধেতে।
শূন্যে হৈতে নিক্ষেপ করিলা ধরণীতে॥
ধরায় পড়িয়া দৈত্য হৈল মূর্চ্ছান্বিত।
হেরি গৌরী শূল হস্তে ধাইলা ত্বরিত॥
করিলা তাহার বক্ষে ত্রিশূল আঘাত।
থর থর কাঁপে শুম্ভ প্রহার নির্ঘাত॥
তেজে চাহে উঠিবারে করিবারে রণ।
চামুণ্ডা ত্বরায় তারে করিলা ছেদন॥
অসিঘাতে শুম্ভ দৈত্য ত্যজিল জীবন।
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ভণে শুন সর্ব্বজন॥
সুপণ্ডিত অধ্যাপক করিলা শোধন।
শ্রবণে ঐহিক সুখ বৈকুণ্ঠে গমন॥

ত্রিপদী।

শুম্ভ বীর পড়ে রণে, জয় জয় দেবগণে,
মুনিগণ হরষিত মন।
সমীরণ কুতূহলে, স্নিগ্ধ বহে রণ স্থলে,
দিবাকর প্রকাশে কিরণ॥
গগণেতে মনোহর, সুপ্রকাশ বিধুকর,
তারাগণ সুখে বঞ্চে বাসে।
দেব নারী কুতূহলে, নিজ নিজ স্বামী কোলে,
সুখেরতা বিহার প্রকাশে॥
অগ্নি দুঃখ পরিহরি, নিজ কর দীপ্তি করি,
সর্ব্ব স্থলে হইল ব্যাপিত।
জলপতি হৃষ্ট হয়্যে, অমাত্য বান্ধব লয়্যে,
সুখে রাজ্য করে নিয়মিত॥
পূর্ব্বে যত নদীগণে, শুম্ভ আজ্ঞা সুপালনে,
অন্য পথে করিত গমন।
সেই সব নদীগণ, দেখি শুম্ভ নিপাতন,
পূর্ব্ব পথে প্রবাহ বহন॥
ইন্দ্র তাপ ত্যজি মনে, লয়্যে যত সুরগণে,
রাজ্যকার্য্যে চলিলা হরিষে।
সূর্য্য সুত পূর্ব্বমত, দুরন্তেরে নানামত,
দণ্ড দিলা লইয়া সকাশে॥

পাতালে অনন্ত ফণি, দৈত্যকুল ধ্বংস শুনি,
নিরুদ্বিগ্নে রক্ষিলেন নিশি।
মুনিগণ যজ্ঞ করে, ভয় ত্যজে বারি চরে,
সুস্থির হইল ধরাবাসী॥
ঋতুগণ নিয়মেতে, আবির্ভূত পৃথিবীতে,
বিকশিত নিশাচরগণ।
পুষ্প যত বিকশিত, সর্ব্ব জন হরষিত,
দৈত্য ধ্বংস করিয়া শ্রবণ॥
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ভণে, বিশ্বধাত্রী শ্রীচরণে,
অনুকূল হওগো ঈশানি।
কণ্ঠে আসি কর বাস, করুণা করি প্রকাশ,
নিবেদন এই মহেশানি॥

অথ দেবতাকৃত দেবী স্তব।

শুম্ভেরে সমরে হেরিয়া হত।
অমর নিকর কিন্নর যত॥
বচসা মনসা করিছে স্তুতি।
পুলকে ভূলোকে হয়েছি নতি॥
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ শিবে।
ত্বমেব ত্বমেব গতি গো জীবে॥

ত্রাহিমে ত্রাহিমে দেহিমে পদ।
জহিমে জহিমে সর্ব্ব বিপদ॥
অসার সংসারে তুমিগো সার।
অচলা চঞ্চলা জগদাধার॥
ধনদা জ্ঞানদা বরদায়িনী।
জয়দা যশোদা ভয় নাশিনী॥
অসীমা মহিমা কে জানে তব।
মূলেতে স্থূলেতে ভুলিয়া ভব॥
আহার বিহার হরিয়া সব।
চরণ শরণ লইয়া শব॥
ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী রূপিণী হয়ে।
পামরে সমরে নাশিলে গিয়ে॥
রক্ষ মে রক্ষ মে দক্ষ নন্দিনী।
অমর অসুর নর বন্দিনী॥
বিপদে সম্পদে তোমারে স্মরে।
অবুধ বিবুধ অক্লেশে তরে॥
জলেতে স্থলেতে করিয়া স্থিতি।
লালন পালন করিছ ক্ষিতি॥
প্রণত বিনত দেবতা গণে।
সগুণে নির্গুণে রেখেছ রণে॥

তুষিতা দেবতা স্তবেতে শিবে।
অন্নদা বরদা হইলা তবে॥
অধীন শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ কিঙ্করে।
চরণ শরণ দেহি কাতরে॥

—

পয়ার।

প্রসন্না হইয়া দেবী যত দেবগণে।
বলিলেন বর লও মধুর বচনে॥
এই বর লইলেন যত দেবগণে।
বিপদে স্মরণ যেন হয় শ্রীচরণে॥
কহিলা চণ্ডিকা তথা ভবিষ্যত কথা।
অষ্টাধিকবিংশ যুগে মন্বন্তর যথা॥
এ শুম্ভ নিশুম্ভ দুই বীর জন্ম লবে।
সে সময়ে গোকুলে আমার জন্ম হবে॥
যশোদা গর্ব্ভেতে নন্দ ভবনে জন্মিয়া।
বধিব অসুর দ্বয়ে বৃন্ধ্যাচলে গিয়া॥
হইব বিন্ধ্যবাসিনী বিখ্যাতা জগতে।
এ নামে পূজিবে লোকে আনন্দ মনেতে॥
পুনরপি রৌদ্র রূপে জন্মিয়া মহীতে।
বধিব অধিক দৈত্য দেবতা কার্য্যেতে॥

সে সব দানব শব করিব ভোজন।
রক্তেতে পূর্ণিত হবে আমার দশন॥
রক্তদন্তা নাম মম হবে মহীতলে।
পূজিবেন মানবাদি দেবতা সকলে॥
পুনর্ব্বার শত বর্ষ হবে অনাবৃষ্টি।
শত চক্ষে হেরিয়া রাখিব এই সৃষ্টি॥
শতাক্ষী আমার নাম হইবে ঘোষণা।
পুনর্ব্বার শাক রূপে হব আমি নানা॥
শাকেতে প্রাণির প্রাণ ধারণ হইবে।
শাকম্ভরী নামে পূজা জগতে রহিবে॥
পুনঃ দুর্গাসুরে আমি বধিব প্রাণেতে।
তাহাতে শ্রীদুর্গা নাম হইবে জগতে॥
পুনর্ব্বার ভীমা রূপে রাক্ষস বধিব।
ভীমাদেবী নামে তাহে ঘোষিতা হইব॥
যখন অরুণ বীর করিবে পীড়ন।
ভ্রমর রূপেতে তার নাশিব জীবন॥
তখন ভ্রামরী নাম রাখিয়া আমার।
পূজিবেন সর্ব্ব দেব করিয়া প্রচার॥
যে যে কালে দেবতার বিপদ ঘটিবে।
আমার অংশেম [illegible] জগতে রটিবে॥

স্তবেতে আমার তুষ্টি জানিবে নিশ্চয়।
আমার স্মরণে কভু বিপদ না রয়॥
আমার এ সব স্তব যে করে শ্রবণ।
অক্লেশে তাহার পাপ হইবে মোচন॥
অষ্টমী নবমী কিম্বা তিথি চতুর্দ্দশী।
এই কালে শ্রবণেতে হবে পুণ্য রাশি॥
যেমন পাঠেতে ফল শ্রবণে তেমন।
মুক্তিপায় যদি জীব হয় এক মন॥
শ্রবণে বিপদ নাশ অনায়াসে হবে।
স্তবের প্রভাবে জীবে দুঃখ নাহি রবে॥
দীনতা দূরেতে যায় দুঃখ নাহি পায়।
শ্রবণ করিলে ভক্তি রেখো মম পায়॥
শত্রু ভয় রাজ ভয় কদাচ না হবে।
অগ্নি ভয় অস্ত্র ভয় কাহারো না রবে॥
এ হেতু আমার স্তব করিবে শ্রবণ।
জীবের মঙ্গল এই মহা স্বস্ত্যয়ন॥
উপসর্গ শান্তি হয় মারী ভয় যায়।
ত্রিবিধ উৎপাত জীব কদাচ না পায়॥
আমার মাহাত্ম্য পাঠ হয় যেই স্থানে।
অপ্রকাশ রূপে আমি থাকি সেই খানে॥

বলি কিম্বা হোম আর যে করে পূজন।
চণ্ডীপাঠ বিনা তাহা না করি গ্রহণ॥
শরৎকালে মহাপূজা করয়ে যে জন।
আমার মাহাত্ম্য পাঠ করিবে শ্রবণ॥
শ্রবণে অশেষ ফল নিশ্চয় জানিবে।
ধন ধান্য দারাসুত অশেষ পাইবে॥
তার কুল ক্ষয় ভয় না হবে কখন।
চরমে পরম স্থানে করিবে গমন॥
দুঃস্বপ্ন দর্শনে কিম্বা গ্রহ শান্তিকালে।
মহতী পীড়াতে পাঠ করিবে সকলে॥
যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত করে পলায়ন।
আমার মাহাত্ম্য পাঠ করিলে শ্রবণ॥
অরণ্যে প্রান্তরে কিম্বা দাবাগ্নি মধ্যেতে।
আমার মাহাত্ম্য পাঠ করিবে ভক্তিতে॥
শত্রু হস্তে দস্যু হস্তে পতিত হইলে।
কিম্বা সিংহ ব্যাঘ্র বনে হস্তিতে ঘেরিলে॥
ভক্তিভাবে এই স্তব করিলে শ্রবণ।
তৎক্ষণে অশেষ ভয় হয় বিমোচন॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রচণ্ড পবনে।
করিবে মাহাত্ম্য পাঠ এক ভক্তি মনে॥

এই বর দিয়া দেবী হন অন্তর্ধান।
দেবতারা করিলেন স্বস্থানে প্রস্থান॥
অবশিষ্ট দৈত্যগণ গেল রসাতল।
স্বর্গ ভোগ করিলেন দেবতা সকল॥
মেধস বলিলা পরে শুন নৃপবর।
এরূপে দেবীর হয় নানা কলেবর॥
নিত্যানন্দ ময়ী দেবী ব্রহ্মাণ্ড পালিনী।
সৃষ্টি লয় পালনাদি ঐশ্বর্য্য শালিনী॥
প্রসন্না হইলে হন সম্পদানুকুল।
অপ্রসন্না হৈলে হন বিপদের মূল॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ আদি উপচারে।
ভক্তি ভাবে যেই পূজে মুক্তি দেন তারে॥
তোমাদের সদুপায় শুন এই ক্ষণে।
উভয়ে ত্বরিতে যাও নিবিড় গহনে॥
দেবীর চরণে লও শরণ উভয়ে।
মনো বাঞ্ছা পূর্ণ হবে দেবী আরাধিয়ে॥
চলিলেন মহাবনে সুরথ সমাধি।
মেধস বাক্যেতে ত্যজি চিন্তারূপ ব্যাধি॥
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ভণে পয়ারাদি ছন্দে।
সুরথ সমাধি যান পরম আনন্দে॥

মেধসে প্রণমি পরে, উভয়েতে অকাতরে,
নদীতীরে তপস্যায় গত।
পূজি নানা উপচারে, নিরন্তর নিরাহারে,
দুর্গা মন্ত্র জপ কার্য্যে রত॥
মূর্ত্তি করি দশভূজা, বসন্তে বাসন্তী পূজা,
করিলা নৃপতি মধুমাসে।
ষষ্ঠী দিনে অধিবাস, করিলেন সুপ্রকাশ,
শুভ কর্ম্ম আরম্ভিলা শেষে॥
সপ্তমীতে প্রাতঃকালে, মগ্ন নদী জলজালে,
করিলেন পত্রিকা স্থাপন।
পরে গৃহ প্রবেশনে, নৃপতি আনন্দ মনে,
মহামায়া করিলা পূজন॥
গন্ধ পুষ্প বিল্বদলে, দেবী শ্রীচরণ তলে,
পরস্পরে পূজি ভক্তিভাবে।
নিজ বক্ষো বিদারণ, দোঁহে করি ততক্ষণ,
বলি দিলা বলির অভাবে॥
উভয়েতে নিরাকার, স্তব করে্য বারম্বার,
এ রূপে পূজিলা ভগবতী।
পূজেন বৎসরত্রয়, করিবারে রিপু জয়,
নিয়মিত ভাবে নরপতি॥

ত্রিনয়না তুষ্ট হয়্যে, উভয় নিকটে গিয়ে,
বর লও বলেন তখন।
দেবীরে প্রণমি পরে, নৃপ অতি সকাতরে,
এই বর করিলা বরণ ॥
নৃপ লন রাজ্য বর, বৈশ্য অতি বিজ্ঞবর,
এই বর করিলা প্রার্থনা।
মমতা সমতা যাতে, আশা শূন্য সংসারেতে,
সেই জ্ঞান বৈশ্যের বাসনা ॥
বলিলেন ভগবতী, রাজ্য পাবে মহীপতি,
রিপু পরাজয় তব হবে।
মরণান্তে পুনর্ব্বার, সূর্য্য বংশে অবতার,
সাবর্ণিক মনু নাম রবে ॥
অনন্তর বৈশ্যে উক্তি, বলি তুমি শুন যুক্তি,
তত্ত্ব জ্ঞানে পাইবে নির্ব্বাণ।
বর দিয়া মাহেশ্বরী, উভয়ে কৃতার্থ করি,
সে স্থানে হইলা অন্তর্ধান ॥
সূর্য্যবংশে জন্ম লয়্যে, সেই নৃপ মনু হয়্যে,
শত্রু কুল করি পরাজয়।
হইলেন পৃথ্বীপতি, দেশ দেশান্তরে খ্যাতি,
এরূপে অষ্টম মনু কয় ॥

সুরথের উপাখ্যান, পূর্ণ হৈল যথাজ্ঞান,
দেবীর মাহাত্ম্য সমাপন।
ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী, তারাতত্ত্ব বিলাসিনী,
এ নাম গ্রন্থের বিরচন॥
তারাতত্ত্ব বিলাসিনী, সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়িনী,
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র কবী ভাষে।
তারা মন্ত্র করো সার, রচিল ভাষা পয়ার,
তারাপদ প্রাপণ প্রয়াসে॥

সমাপ্তঃ।